To

Her Highness

The Maharani of Coochbehar

With my deepest admiration respect & love..

Mrinalini

16.2.08.

মনোবীণা।



"Dear father! in thy love I live;
The life thou gav'st flows yet from thee—
And, Sun-like, thou hast power to give
Life to earth, air, sea, for me.
For without it, as the moon above,
I'm dark without thy constant love."

মনোবীণা।

শ্রীমতী মৃণালিনী-প্রণীত।

CALCUTTA:
PRINTED BY
B. K. CHAKRAVARTI & BROTHERS,
JAYANTI PRESS, 25, PATALDANGA STREET.

1900.

মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।



ভূমিকা।

"মনোবীণা" আমার চতুর্থ গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে লিখিত গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজের নিকট যেরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলাম। ইহার অদৃষ্ট, জানিবার নিমিত্ত এখন আমি উৎসুক রহিলাম।

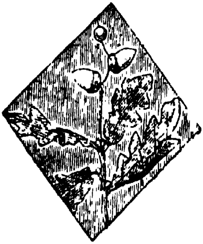
পুস্তকখানি যতদূর সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করিবার অভিলাষ ছিল, তাহা পূর্ণ হওয়া অনেকটা অসম্ভব, তথাপি সাধ্যমত নির্ভুল রাখিয়া চেষ্টাসুলভ চিত্র সংযোগে ইহাকে কথঞ্চিৎ নেত্রমনোতৃপ্তিকর করিতে প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে।

ইহার কতকগুলি কবিতা "পন্থায়" এবং দু চারিটী, অন্যান্য সাময়িক পত্রে ইতি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এখন স্বদেশ বাসীর নিকট ইহা অনাদর প্রাপ্ত না হইলেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বোধ হইবে।

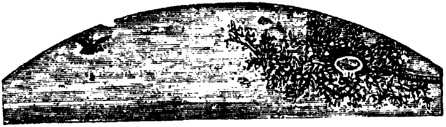
৭ই মাঘ, ১৩০৬ সাল।
১নং হ্যারিংটন্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীমতী মৃণালিনী।





সূচীপত্র।



উপহার।

আমার পরম স্নেহময় ভক্তিভাজন

পিতৃদেবতার চরণে

তাঁহার ত্রয়োপঞ্চাশৎ বাৎসরিক

জন্মতিথি দিবসে

উৎসর্গীকৃত হইল।

এ নহে সে প্রতিধ্বনি স্ফুরিত প্রথম
শুভ্র, স্বচ্ছ হৃদয়ের ক্ষুদ্র বালিকার ;
কল্পনা-জগত-মাঝে রহিয়া যখন
হেরিত সে সারা বিশ্ব তারি আপনার।

ভাবিত সে—(অসম সাহস একি হায় !)
সে ঘুচাবে জগতের সর্ব্ব দুঃখ, শোক ;
দুটী তারি অতি ক্ষুদ্র কর তাড়নায়
সে মুছাবে আছে যত অশ্রুভরা চোখ !

ভাবিত সে—(পাগলের খেয়াল কেবল,)
প্রেমে হবে একাকার নিখিল ভুবন।
হাসি আসে আর চোখে ভরে আসে জল,
মনে পড়ে যবে সেই বাল্যের স্বপন।

সে দিন গিয়াছে চলে ;—কার নাহি যায় ?
ফুলগুলি কে যেন লয়েছে সব তুলি,
চারি ধারে বিছায়ে রাখিয়া গেছে হায়,
তীব্র, তীক্ষ্ণ শোণিতলোলুপ কাঁটাগুলি।

সে ছিল স্বপ্নের কাল, যতই উদার
যতই মধুর ভাব রহুক না তায়।
সত্য এবে মেলিয়াছে বাহুপাশ তার,
তারে ফিরাবার হায় কি আছে উপায় ?

একদিন, জীবনের সেই একদিন—
ও চরণ প্রথম সে পূজেছিনু পিতা,
দিয়া স্বপ্ন-পুষ্প মম প্রস্ফুট নবীন
বালিকা সে হৃদয়ের প্রথম কবিতা।

আজিকে এসেছি পুনঃ ; কি এসেছি নিয়ে
শুধাইবে কি গো পিতা ? এসেছি কি হায়,
তোমায়ো বিঁধিতে মোর কাঁটাগুলি দিয়ে ?
হৃদয় নিজেরে তাই স্বতঃই শুধায়।—

হায় যে দরিদ্র জন থাকে কিসে তবে
দেবতার পূজা হ'তে চিরই বঞ্চিত ?
সে কি তুচ্ছ দেবতার কাছে, যদি সঁপে
সে তাঁরে ধূলিরো মুষ্টি সভক্তি-সঞ্চিত ?

কিন্তু সে দুর্ল্লভ ভক্তি আছে কি আমার,
যে মোহিনী মন্ত্রবলে নিমেষের মাঝে
ধূলিও ভরিয়া ওঠে রেণুতে সোণার,
কুসুমেরো কোমলতা কণ্টকে বিরাজে ?

জানি আমি বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার,
তুচ্ছ কারণেতে ওঠে অশান্ত হইয়া।
আলো হ'তে ফিরায়ে নয়ন আপনার
কাঁদে সে, আঁধার কেন আইল ছাইয়া!

এ অশান্ত, এ বিদ্রোহী হৃদয় আমার
যদি কভু লভে শান্তি নিমেষের তরে
সে তোমারি কাছে পিতা; ভালবাসিবার
যদি কেহ থাকে তার জগত ভিতরে

সে তুমি, সে তুমি পিতা। তুমি ছিলে তার
বাল্যের দেবতা, নাহি জানিত তথাপি
সে তখন তুমি কত মহৎ উদার;
গভীর বিস্তৃত কত তব জ্ঞানবাপী।

শুনি এবে মুখে তব যবে বসি' কাছে
অসীম জ্ঞানের কথা,—ভুলি আপনারে।
শুধু 'সেণ্টিমেণ্ট্যালিটী' যত কিছু আছে
দুঃখ, সুখ,—তখন তা পারি বুঝিবারে।

তোমার বিশ্বাস দিয়া অলক্ষ্যে আমার
হৃদয়ে বিশ্বাস ওঠে গঠিত হইয়া।
যদিও সমতা রাখি সহিতে তাহার
অটল পারে না র'তে অবিরত হিয়া।

এই তুচ্ছ দুঃখ সুখে প্রতি দিবসের
সত্যের তীব্রতা তাই করে আস্বাদন,
ভুলে যায় কিছু নাই ভেদ এ দুয়ের—
আজিকার সত্য আর বাল্যের স্বপন।

*　　*　　*　　*

ধ্বনিত যে মনোবীণে সুর বিভিন্নতা,
শুধু তারি ছায়া এই কবিতা আমার।
তোমারে দিলাম ইহা ; ইহাদের কথা
যেমন বুঝিবে তুমি, কে বুঝিবে আর ?

উদ্ভাসিত চন্দ্রকরে তটিনী যেমন,
তুমিও দেখিতে পাবে তেমনি ইহার
কত স্থলে হৃদি-আলো তোমারি আপন
পড়িয়াছে, করিয়াছে শোভার বিস্তার।

চিরস্নেহাস্পদ কন্যা—
মৃণালিনী।



মনোবীণা

(গীতি-কাব্য ।)

অশ্রু ও হাসি ।

(১)

সর্ব্ব কর্ম্ম সমাপিয়া,
শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত হিয়া,
অন্তিম শয্যায় শুয়ে নিশি ;
শশধর ক্ষীণলেখা,
মুমূর্ষুর হাসিরেখা,
পাণ্ডুবর্ণ ওষ্ঠাধরে রহিয়াছে মিশি ।

ঢাকি' দিক-বন্ধুগণে,
সকরুণ সম্ভাষণে,
বিদায় চাহিয়া খিন্ন মনে ;
ছিন্ন করি' তারাহার,
প্রীতি-চিহ্ন উপহার,
শ্রীহীন করিয়া তনু, দিলা জনে জনে।

মৃত্যুর ঘুমের কোলে,
নেত্র ধীরে এল ঢ'লে,
হেরি শেষ, আনন ধরার ;
বিভুনাম সুধাধার,
ঢালিল শ্রবণে তার,
বিহঙ্গ, গায়ক প্রিয় প্রকৃতি-মাতার।

ঢাকি' তনু শ্যাম বাসে,
শোকাশ্রু শিশিরে ভাসে,
ধরণী,—নিশার আদরিণী ;
কবরী খুলিয়া গিয়া,
চুল পড়ে এলাইয়া ;
ফুল খসে' খসে' পড়ে চিকুর-শোভিনী।



"খুলি দিক পথ দ্বার ত্বরায় আসিলা নামি"

(২)

পূরব-দিগন্ত-কোলে
        পুরী এক মনোরমা ;
নিবসে রূপসী তথা
        ঊষা নামে সুরাঙ্গনা।
কনক-জলদ-বাসে
        পূত তনু আবরিয়া,
মাণিকের টিপ পরি,
        আছে যথা ঘুমাইয়া ;
ঘুমন্ত শ্রবণ-যুগে
        পশিল সহসা তার,
শোকাতুরা ধরণীর
        মর্ম্মভেদী হাহাকার।
ভেঙে গেল ঘুম ; ত্রস্তে
        রমণী উঠিলা জাগি' ;
চাহিলা চৌদিকে, মেলি'
        করুণ আয়ত আঁখি।

খুলি দিক-পথ-দ্বার
        ত্বরায় আসিলা নামি,

শোক-শয্যা 'পরে যথা
শুইয়া ধরণী রাণী।
'প্রভাত-সমীর' নামে
সাথে শিশু সুকুমার;
নেহালে চৌদিক, ধরি
সোণার আঁচল মা'র।

খেলা ভোলা মনে তার
হরষ উছলে সদা;
প্রাণ তার চায়, ফিরি'
খেলাইতে যথা তথা;
অমৃতময়ের গৃহে
শিশু সে আনন্দ-খনি;
জড়েও জীবন লভে—
ছুঁয়ে সে পরশ-মণি।

আকুলি, ধরার হেরি,
সিক্ত মুখ অশ্রুজলে;
লুটায়ে পড়িয়া বুকে,
জড়ায়ে ধরিল গলে।

চুম্বন করিয়া মুখে,
সর্ব্বাঙ্গ আলোড়ি তার,
পুলক সঞ্চারি' দিল
হৃদয়ের চারিধার !

আপনি আসিয়া ঊষা
বসিলা শিয়র-তলে ;
অযত্ন-লুণ্ঠিত তনু
তুলিয়া লইলা কোলে।
রাখিয়া শ্রবণে তার
শান্তি-মাখা মুখখানি ;
সুধীরে অমৃত ভাষে
কহিলা সান্ত্বনা-বাণী।

সুখের স্বপন হেন
সে বাণী মধুরতম,
ধরার হৃদয়ে পশি
সৃজিল আনন্দ ঘন।

মেলিয়া কমল-আঁখি
চাহিল সম্মুখে ফিরে ;

খোলা পথে দিবাকর
নিকটে দাঁড়াল ধীরে।
অঞ্জলি ভরিয়া নিজ,
সে শ্যাম চরণযুগে,
কিরণ-কুসুমরাশি
সঁপিল সস্মিত মুখে।

সে স্বর্গ-কুসুম-স্পর্শে
ধরার শ্যামল কায়,
উঠিল উজ্জ্বল হ'য়ে
পরিপূর্ণ মহিমায়!
ক্রন্দন-কম্পিত ওষ্ঠে
বিকশি উঠিল হাসি;
শোভিল মুকুতা সম
সুরঞ্জিত অশ্রুরাশি!

নিরাশার, সাথে আশা, সান্ত্বনা, শোকের সাথে,
চিরকাল,—চিরকাল, বাঁধা সমসূত্রপাতে।

১৩০৩ সাল।



By G. N. Mukherji & Bros. From a Painting.



সফল সাধনা।

স্বর্ণবরণ চন্দ্রকিরণ সিন্ধুর নীল অঙ্গে,
নিন্দিত নীলকান্ত-দ্যুতি প্রতিবিম্বিত তরঙ্গে।
স্থির গভীর নির্ব্বাক্ নীর, নিদ্রায় যেন মগ্ন ;
পুষ্পিত শ্যাম প্রান্তর তট সুখ-শয্যায় লগ্ন।
চপল চটুল ঊর্ম্মি-শিশুরা কৌতুক-ক্রীড়া-ক্লান্ত,
নিদ্রিত মা'র বিশাল বক্ষে বন্ধনে স্নেহাক্রান্ত।
স্তব্ধ, মৌন, নিশীথ-রাত্রি, শীতল, মন্দ বায়,
জ্যোৎস্না-ধৌত সুনীল অভ্রে চন্দ্র তারকা ভায়।
শান্ত মহান্ সিন্ধুর তীরে উপলখণ্ড-আসনে,
শোভনমূর্ত্তি, গৌরকান্তি, মণ্ডিত সিত বসনে—
নবীন যুবক, মগন ধ্যানে ; কুঞ্চিত কেশজাল
লুঠিছে, আবরি' বয়ান, চক্ষু, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, ভাল।

সম্মুখে তার, চিত্র লেখনী সজ্জিত থরে থরে ;
মৌনিতা ভেদ করিয়া সহসা, মর্ম্মপীড়িত স্বরে—
কহিলা শিল্পী,—"মিছা কল্পনা জল্পনা যত মোর ;
"গণ্ডীর মাঝে অনন্তে চাহি বান্ধিতে দিয়া ডোর !
"উন্মাদ হেন যদি এ প্রয়াস, ক্ষম দেবি ! অপরাধ ;
"অর্পিনু আজি পদতলে তব যত কিছু আশা সাধ।
"যুগ-যুগান্ত-সাধনা-লব্ধ ব্যর্থ রত্নরাজি,
"লহ, লহ ফিরে ;—অঞ্জলি ভরি' আসিয়াছি দিতে আজি।
"লহ, ফিরে লহ, তোমারি দত্ত যশের পুষ্পমালা ;
"লহ, নিস্ফল তুচ্ছ জীবন, অভিশাপ-বিষে ঢালা।
"তোমারেই যদি, ইষ্টদেবতা ! সাধনার ফল মম,
"নাহি পেনু আজো ;—বিশ্ব নিখিলে কিবা তবে প্রয়োজন ?
"আজিও তোমার সৌন্দর্য্যরাশি না পারিনু ধরিবারে ;
"পারি না রহিতে চির-অতৃপ্ত বহিয়া হৃদয়-ভারে।"—
অশ্রুসলিলে আপ্লুত আঁখি, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ;—
মার্জ্জিত করি' বসনে নেত্র, চাহিলা তাহার পর—
বারেক শূন্যে, অরণ্য পুনঃ, বারেক সিন্ধুপানে,
চঞ্চল নেত্রে, ব্যাকুল প্রাণে যেন কার সন্ধানে।
তার পর ধীরে সিন্ধুর নীরে চিত্রিত পটগুলি,
একে একে সব লেখনীযন্ত্র, বিবিধ বর্ণ, তূলি,

করি নিক্ষেপ, ত্যজিয়া আসন উঠিলা চিত্রকর ;
নত করি আঁখি, মুহূর্ত্তরে দাঁড়াইলা স্থিরতর ;
তার পর বেগে পলক ফেলিতে, বিস্তারি' বাহু দুটী,
ঝাঁপ দিলা জলে ;—মাতৃবক্ষে শিশু যথা যায় ছুটি'।

(২)

সহসা জ্যোৎস্না হইল মলিন, চন্দ্র তারকা ডুবিল !
লক্ষ সূর্য্যরশ্মি-প্রভা সিন্ধু ভেদিয়া উঠিল !
মনোমোহকর সৌরভে দিক্ দিগন্ত পরিব্যাপিল !
বৃন্দ বৃন্দ মুরলী রবাব সারঙ্গ বীণা বাজিল !
জ্যোতির মাঝে স্বর্ণকমল অরণ্য উদ্ভাসিল !
কমল-কাননে জ্যোতির্ম্ময়ী কমলে-কামিনী হাসিল !
জ্যোতির্ম্ময় পদযুগ তটে অচেত চিত্রকর ;
সুরাঙ্গনারা যন্ত্রের সাথে মিলায়ে মধুর স্বর,—
মূর্চ্ছা-আতুর হিয়ে দিল ঢালি অমিয়া সঞ্জীবন ;
ভাঙ্গিল মোহ ; ধীরে আঁখি যুবা করিলা উন্মীলন।

(সুরাঙ্গনাদের গীত।)

জাগো ওগো জাগো সখা !
চাহ মীলিত আঁখি।
যুগান্ত তপ জীবনান্ত পণ,
হের,—সফল তব আজি।
বিষাদ শেষ ত্যজিয়া এবে
উঠ গো অভিমানী !
দুর্লভতম শান্তি-আসন
হের,—মুক্ত তোমার লাগি।

বিস্ময়ে যুবা চাহি' চৌদিকে, ঘুরিয়া উঠিল শির ;
আননে মধুর হাস্য ফুটিল, নয়নে বহিল নীর।
আবেগে বক্ষে চাপিয়া চরণ কহিল আকুল স্বরে,—
"দয়া কি হইল ভক্ত সেবকে দেবি ! এতদিন পরে ?
"কত না করেছি কঠোর সাধনা তব দর্শন তরে ;
"অন্তিম কালে পূরাতে বাসনা, আসিলে কি দয়া করে ?
সাদরে স্নেহে ধরিয়া হস্ত তুলিয়া লইলা কোলে ;
মুছায়ে অশ্রু, চুম্বিয়া মুখ, মধুর স্নেহ-বোলে

কহিলা দেবতা, "বৎস! তোমার সাজে বটে অভিমান;
"ভক্তের কাছে নত মস্তক, ভক্তেরি ভগবান।
"যতদিন তবু বন্ধন সব ছিন্ন নাহিক হয়,
"যতদিন তবু যশের লিপ্সা হৃদয়ে তাহার রয়,
"ততদিন তারে নাহি দিই ধরা, দূরে দূরে তার রই;
"সকল স্বার্থ তেয়াগে যখনি, তখনি তাহার হই।
"আজিকে তোমার মুক্ত বাঁধন, পাতিয়াছি আজি কোল!
"যুগান্ত তপে কঠোর দুঃখ আজিকে বৎস, ভোল!
"চির-উজ্জ্বল বিজয়ী মাল্য এই নে পুরস্কার!
"ঘুচে অশান্তি সর্ব্ব, এই প্রভাবে পুষ্পহার!
"পরি' এ মাল্য কণ্ঠে, বৎস! ফিরে যা রে! আরবার;
"এখনো সময় হয়নি পূর্ণ, ধরা হ'তে আসিবার।
এই নে আরেক হিরণ্য-তূলি মন্ত্রাভিষেক করা;
"মনে কল্পনা করিবি যা যবে তখনি দিবে সে ধরা।
"তোমার চিত্র, করিবে সৃষ্টি নূতন স্বর্গলোক!
"দেখি সে দৃশ্য, মুগ্ধ মানব ভুলিবে দুঃখ শোক!

১৩০৩। ১১ই বৈশাখ।



ভারতের ভাগ্য।

হায় প্রভু! ভারতের প্রতি,
কেন তুমি নিকরুণ অতি?
তার তরে হৃদয়ে তোমার
নাই কি গো! স্নেহ এক রতি?

নয়নের অশ্রুবিন্দু তার,
এত সাধ দেখিতে তোমার?
বুক ভরি' শ্মশানের ছাই—
ঢালিতেছ তাই অনিবার?

'শস্য-শ্যামা রত্নপ্রসবিনী',
'জগতের সৌভাগ্যরূপিণী',
'চির-স্থির লক্ষ্মী, বীণাপাণি',
নাম যার ছিল এতদিন ;

মুষ্টিমেয় অন্ন তরে হায় !
সেই কি না কাঁদিয়া বেড়ায় !
জগতের দুয়ারে দুয়ারে,
আজি দীন ভিক্ষুক মলিন।

একদা সমস্ত বিশ্ববাসী,
দুয়ারে দাঁড়ালে যার আসি',
ছিলনাকো সম্ভব কখনো—
রিক্ত করে ফিরিয়া যা'বার !

অক্ষয় ভাণ্ডার তারি আজ,
শূন্যতম ; একি দুঃখ লাজ !
নাহি শক্তি, সন্তানেরো নিজ,
আজি ক্ষুধা তৃষা মিটাবার !

কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ,
দেখিলে তাহার তুমি নাথ ?
কেন এ শতঘ্নী ক্রোধ-বাণ—
উদ্যত, করিতে তারে নাশ ?

যে দিকে নেহারি, হায়! শুধু,
প্রলয়ের বহ্নি জ্বলে ধূধূ!
বিস্তারি সহস্র ফণা, কাল—
সমগ্র ভারত করে গ্রাস!

কৃতান্তের যত অনুচর,
দুরভিক্ষে করি অগ্রসর,
একে একে ভারতের বুকে
স্থান নিজ করিছে স্থাপন।

"শান্তি কোথা হায়! ভগবান" ?
কাতরে ডাকিছে কোটি প্রাণ,
সে দারুণ হাহাকার ধ্বনি
করিছ না তুমি কি শ্রবণ ?

তুমি যদি না দিবে আশ্রয়,
কে তবে রাখিবে দয়াময় ?
এইরূপে স্থষ্টি আপনার
নাশিতে কি করেছ মনন ?

অসম্ভব কিছু নাই তার!
ক্রীড়ার কন্দুক সদা যার—
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিশাল ;
সে কি করে মোদের গণন ?

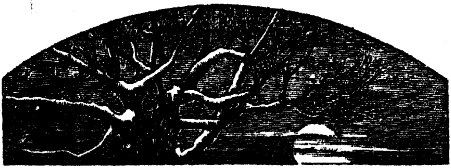
* * *

ধরণীর কত যুগ গত ;
বিশাল সাম্রাজ্য শত শত,
কালে কালে উত্থিত, পতিত,
যথা জলবিম্বরাশি জলে!

ইতিহাস দুটী ছত্রে তার—
সমস্ত বিপুল গর্ব্বভার
বহে শুধু;—ভারতেরো নাম
হায়! কি মিশিবে সেই দলে?

১৩০৪ সাল।





নবোঢ়া কিশোরী।

ধরে নাকো রূপ কিশোরী-অঙ্গে,
উছলি' উছসি' পড়িতে চায় ;
লাজে সঙ্কোচে বসন-ভঙ্গে
বাঁধিতে চাহিছে, বাঁধা কি যায় ?
ধরে নাকো প্রেম তরুণ বক্ষে,
টুটিয়া ভাঙিয়া ছুটিতে চায় ;
ভাবে ঢলঢল আনত চক্ষে
'তড়িৎ-কুসুম' ফুটিতে চায়।
বাধ বাধ যেন চরণে চরণ
গুরু গুরু বুক উঠিছে কেঁপে ;
সখীর বক্ষঃ করিয়া শরণ
দু'হাতে তাহারে ধরিছে চেপে।

সখী ধরি হাতে লয়ে যায় সাথে,
ঘোম্‌টা টানিয়া খুলিয়া দিয়ে ;
করতালি দিয়া হেসে পলাইয়া
দেখে চুপি চুপি আড়ালে গিয়ে।
এদিক্ ওদিক্ চাহি চারি পাশে,
মৃদুপদে পতি কাছে আসিয়ে ;
করে ধরি তারে মৃদু সম্ভাষে
শয্যা-উপরে বসায় নিয়ে।
মু'খানি ধরিয়ে কহে—"অয়ি প্রিয়ে !
চাও একবার তুলিয়া আঁখি
পিয়াসায় হিয়া উঠে আকুলিয়া
একটীও কথা কহিবে নাকি ?"
চাহিবারে গিয়া দিশাহারা হ'ল,
নয়নে নয়ন পড়িল ঢুলে ;
ফুটিয়া উঠিল হাসি ফুলদল,
রাঙা কিসলয় অধর-মূলে !—

১৩০৩। ২১ জ্যৈষ্ঠ।



ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষ।

(১)

ওগো মৃত্যু! অকস্মাৎ আনিলে বহিয়া
স্বর্গের সন্দেশ একি মহা নিদারুণ!
মনোমোহনেরে নাকি চলিলে লইয়া,
অভাগী বঙ্গের ভালে জ্বালিয়া আগুন।
কিছু জানালে না আগে, দস্যুর মতন
প্রচণ্ড-ঝটিকা-বেগে আসিয়া সহসা,
লইলে হরিয়া মা'র অমূল্য রতন!
দলিয়া হৃদয়-ভরা বিশ্বাস ভরসা!

(২)

ওগো অভাগিনী মাতা! ললাটে তোমার
জানি না কত না দুঃখ লিখিয়াছে ধাতা!
আগ্রহে আশায় ল'বে আশ্রয় যাহার,
দেবের 'উদ্যত বজ্র' সেথা আছে পাতা!—

(৩)

হে বিপন্ন দীন নিঃসম্বল নারী-নর!
উপায়বিহীন সবে হ'লে আজি হ'তে!
নির্ব্বাপিত আলো; অন্ধকার ঘনতর
সমাচ্ছন্ন তোমাদের অদৃষ্টের পথে!

(৪)

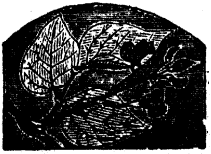
স্বর্গমুখী জনে আর কি বলিব হায়!
"যাও" বিনা শেষ কথা কি আছে বলার?
অবনত ক'রে শির মানব তথায়,
যেথায় শক্তির তার নাহি অধিকার!

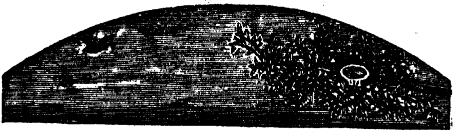
ত্যজিয়া অনিত্য দেহ, মহিমা-মণ্ডিত—
হে স্বরগগামী আত্মা যাও তবে যাও!
সহস্র সহস্র নেত্র—অশ্রুতে গ্রন্থিত—
অমূল্য বিদায়-মাল্য উপহার লও!

(৫)

হে স্বর্গনিবাসী সবে! নব আগন্তুকে,
বরণ করিয়া গৃহে লহ সকৌতুকে!—

কার্ত্তিক। ১৩০৩ সাল।





গৌরাঙ্গের প্রেমের বাজার।

(সঙ্গীত)

খুলেছে প্রেমিক এক প্রেমের বাজার নদীয়ায়।
(কে আছে) প্রেমভিখারী নরনারী
নিবিরে প্রেম যদি আয়!
এ প্রেমের এম্‌নি ধারা, পরশে লোক পাগল পারা,
(বয়) নীরস প্রাণে রসের তুফান
(এ) প্রেমের হাওয়া লাগ্‌লে গা'য়।
পাপী তাপী আয় রে চলে,
আছিস্ যেথায় যত জনা ;
চলে যা' স্বর্গপুরে হরি বলে,
নিয়ে এর এক্‌টী কণা!

অসীম এ ধনের আগার, কিছুতে নহে ফুরাবার,
বিন্দুতে সিন্ধু হ'য়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য ডুবে যায়!
(এর) নাইক তুল্য, নাইক মূল্য,
যে জন নিতে পারে,—অম্নি পায়!

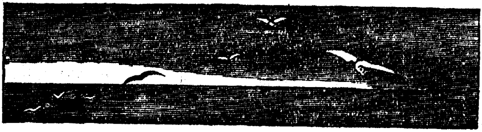




ভারতমাতার প্রতি।

(সঙ্গীত)

আর কি জননি ! ফিরে পাবি সে সন্ততিদলে ?
সে বিশ্বদাহক বীর্য্য পুনঃ কি উঠিবে জ্বলে ?
সে দৃপ্ত চরণভারে,
বীরনাদ হুহুঙ্কারে,
আর কি হৃদয় তোর কাঁপিবে রে টলমলে ?
হৃত সে গৌরব-হার,
গলে কি পরিবে আর ?
ফিরে কি আসিবে পুনঃ, যে দিন গিয়াছে চলে ?



তুমি সত্য।

(সঙ্গীত)

তুমি সত্য, সনাতন, সর্ব্বব্যাপী !
তুমি নিত্য, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার !
তুমি স্থষ্টি, স্থিতি, লয়, একনিয়ন্তা !
তুমি রূপগুণাতীত, নিরাধার !
তুমি মহাসুন্দর, আদি-অন্ত-হীন !
তুমি জ্ঞান, প্রেম, দয়া-পারাবার !
তুমি ক্ষুদ্র—মহতে সম বর্ত্তমান !
তুমি অদ্বিতীয় বিভু সারাৎসার !



উপদেশ।

(সঙ্গীত)

প্রাণভোরে শুধু ডাক্‌লে তাঁরে!
(তোর) অভাব যত, জন্মের মত
ঘুচে যাবে একেবারে!
ভয় কি তোমার? অবোধ মন!
তিনি যে ভয়ের ভয়-নিবারণ;
(তুমি) হও না কেন যতই দোষী,
তর্‌বে তাঁর চরণ ধ'রে!
তাঁহার কাছে কপট ভুলে,
মনের কথা বল্‌লে খুলে,
(তিনি) মুছিয়ে তোমার মলিন দেহ,
কর্‌বেন কোলে আদর ক'রে!

তোমার গর্ব্ব কর্‌বার নাইক কিছু,
(তাই) দাঁড়িয়ে পিছে, নয়ন নীচু ;
(আছে) জীবের ধর্ম্ম—দুর্ব্বলতা,
সে জন্য আর ভেবোনা রে !
(তুমি) সকল শান্তি লভ, সঁপে
তাঁর চরণে আপনারে !



বিফল জনম।

(১)

কার্ কাছে হায় ! করিস্ রোদন ?
　　　　কে মুছাবে আঁখি-জল ?
হৃদয়েই রাখ্ হৃদয়-বেদন,
　　　　প্রকাশে কি আছে ফল ?
পিতা মাতা ভ্রাতা নাই যার কেহ,
নাহি আপনার আশ্রয়-গেহ,
তার তরে প্রীতি সমাদর স্নেহ,
　　　　রয়েছে কোথায় বল্ ?

(২)

একি কার ’পরে কর তুমি রোষ ?
কারে কর অভিযোগ ?
তোমারি সকল ললাটের দোষ,
তোমারি করম-ভোগ ;
থাকে যদি বল বাহুতে তোমার,
হৃদয়ে সাহস যদি থাকে আর,
কর বিস্তৃত নিজ অধিকার,
—ছাড়ি ক্রন্দন শোক !

(৩)

অবলা রমণী মত গৃহকোণে
মাটিতে লুকায়ে মুখ,
কাঁদিতে কি লাজ নাহি বাস মনে ?
ফাটিয়া যায় না বুক ?
এতই অধম, এত হীনবল,
পুরুষের হিয়া এতই কোমল ?
তোরে দেখে হাসে প্রতিবাসিদল,
করে কত কৌতুক।

(৪)

'আপনার মান আপনার ঠাঁই,'
তাহাও কি শিখাবার ?
ভীরু কাপুরুষ হেন দেখি নাই,
ধিক্ ধিক্ শতবার !
তোর তরে চোখে ঘুম নাই কা'র ?
কে সে দিবে ডালি সুখ আপনার ?
স্মরিয়া তোমার কোন্ উপকার
শোধিবে কে ঋণভার ?

(৫)

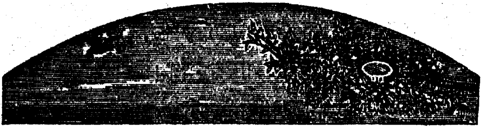
কেন জনমিলি জগতের মাঝে
সাথী হ'য়ে দীনতার ?
পরের দুয়ারে ভিক্ষুক-সাজে
কিবা সুখ দাঁড়াবার ?
কঠোর বাক্য নীচ জঘন্য,
কভু তারি সনে মুষ্টি অন্ন,
প্রাপ্য শুধুই ; নাহিক অন্য
উপায় কি কিছু আর ?

(৬)

এর চেয়ে যে রে ! মৃত্যু কুশল,
লক্ষ অধিক বার !
সুলভ, সুগম, শান্তি-শীতল,
বিস্তৃত কোল তার।
দীনদয়াময়ী তারে শঙ্কা কি ?
সমাদরে কাছে লইবে সে ডাকি ;
লজ্জা ভীরুতা সব দিবে ঢাকি'
অঞ্চলে আপনার !

৪ঠা আষাঢ়। ১৩০৩ সাল।





প্রেম এবং গোলাপ।

(অনুবাদ)

অতি মনোরমা তখনি গোলাপ,
কলিকা-বয়স যখন তার ;
উজ্জ্বলতর আশার মূরতি,
হলে অবসান আশঙ্কার !
সৌরভে ভরা মধুর গোলাপ,
ধোয়া সে ঊষার নীহার-দলে ;
প্রেম হয় আরো প্রিয়তর অতি,
হলে সুবাসিত আঁখির জলে !

Scott.



নিদাঘ-মধ্যাহ্নে চাতক পক্ষী।

(১)

প্রচণ্ড নিদাঘ দ্বিপ্রহর !
রবি-রশ্মি জ্বালাময়,
অবিষহ্য অতিশয়,
তপ্ত দেহ, তাপিত অন্তর !
আকাশ-নীলিমা হায় !
পুড়িয়া অঙ্গার প্রায়,
চাহিলে ঝলসি’ যায় চোখ !

অনলের কণা-সম
বহিতেছে সমীরণ,
পথে ঘাটে নাহি আর লোক।
অদূর সরসী-নীরে
আগ্রীব ডুবায়ে ধীরে
ভাসি' ভাসি' চলিছে মরাল;
তীর-তরুরাজি-শাখে
নানা পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে
বসিয়া পাতার অন্তরাল।
তরুতল-সুখ-ছায়
আরামেতে নিদ্রা যায়,
রাখাল বালক হেথা হোথা;
ক্বচিৎ বাজায় কেহ
(অতন্দ্রিত মন, দেহ,)
মেঠো সুর বাঁশরীতে কোথা!
ত্যজি শ্যাম শষ্প নব
গো, মেষ, মহিষ সব
খুঁজি ফিরে সুশীতল স্থান;



By G. N. Mukherji & Bros.

From a Painting.

" অদূর সরসী নীরে আগ্রীব ডুবায়ে ধীরে ভাসি ভাসি চলিছে মরাল। "

সরসীর স্বচ্ছ জলে
তৃষাকুল দলে দলে
কোথাও বা করে স্নান পান।

এ নিদাঘ-দ্বিপ্রহরে
কেহ আর নাহি করে
দ্বিতীয় কামনা শান্তি বিনা;
নাহি কোনো কাজ আর,
জীব জন্তু সবাকার,
সৃষ্টি যেন প্রাণশক্তি-হীনা!

(২)

সহসা এ কার স্বর
ভেদিয়া মরম-স্তর
আকুল করিয়া দিল প্রাণ?
"ফটিক্ ফটিক্ জল"
সুকরুণ সুকোমল
আকাশ হইতে নামে গান!

করপুট-ছায়ে ঢাকি'
দেখি চেয়ে তুলি আঁখি,
ক্ষুদ্রকায় চাতকের দল,
তুচ্ছ করি তীব্রতর
বিষম সে রবি-কর,
যাচে, নভ-কাছে মেঘ-জল।

কঠোর সাধনা তার
হেরি লাগে চমৎকার,
অবাক্ হইয়া চেয়ে রই;
ভাবি মনে "হায় পাখি!
"তোর তৃষা মেটে না কি
"আকাশের বারি-বিন্দু বই?
"জনমি ধরার ক্রোড়ে,
"পাখী রে! কেমন ক'রে
"ধরার সলিলে হ'ল ঘৃণা?
"পুড়িয়া মরিবি, তবু
"পান করিবি না কভু
"জলদের বৃষ্টি-বারি বিনা?

“একি এ ভীষণ ঘোর,
“হায় রে প্রতিজ্ঞা তোর !
“বল্ পাখি ! বল্ শুনি, খুলে ;
“কেন বিধি এ কামনা,
“একাগ্রতা, এ সাধনা,
“দিলা ওই ক্ষুদ্র প্রাণ-মূলে ?”

ভাবিতে ভাবিতে কথা,
হইলাম নিদ্রাগতা,
খোলা বাতায়ন-পাশে শুয়ে ;
মনোরম সুশীতল
ছায়াময় গৃহতল,
বাহুর উপরে মাথা থুয়ে।

(৩)

স্বপনে উঠিনু জাগি’,
একটী চাতক পাখী
বাতায়নে বসিল আসিয়া ;

সম্ভাষি' মানব হেন,
শুনিনু, কহিল যেন,
"কহি তবে শোন মন দিয়া।

"বিহঙ্গের বেশ ধরি
"ঈশ্বরের অনুচরী,
"মোরা সবে জনমি মরতে ;
"দেখায়ে দৃষ্টান্ত স্বীয়,
"পারি যদি একটীও
"মানবের হৃদয়-পরতে,—
"জাগাতে ঈশ্বর-প্রীতি,
"বিশ্বাস, মঙ্গল, নীতি,
"নীচ সংসারের ধূলি হ'তে ;
"তাঁহার চরণামৃত-
"পানে লালায়িত চিত
"লইয়া যাইতে উৰ্দ্ধপথে !

"একাগ্র সাধন-বলে
"কি অসাধ্য ভূমণ্ডলে ?
"হের ! চেয়ে দেখ ! নভোপানে ;

“নিবিড় জলদ-মালা
“আচ্ছাদি’ তপন-জ্বালা,
“আনন্দ সঞ্চার করে প্রাণে !”

এতেক বলিয়া পাখী
“ফটি-ইক্ জল” ডাকি’,
উড়িল ক্ষুদ্র সে পক্ষপুটে ;
গভীর মেঘের স্বরে,
বরিষার ঝর-ঝরে,
চকিতে স্বপন গেল টুটে !

১৩০৪। শ্রাবণ।



অপূর্ণতা।

বিমল আকাশ-তলে
অসংখ্য তারকা জ্বলে,
ক্ষীণ শশী শোভে তৃতীয়ার!
একেলা কুসুম-বনে
বসিয়া আপন মনে,
চেয়ে চেয়ে দেখি চারিধার।
সর্ব্ব অঙ্গে লতিকার
চঞ্চল পুলকভার
সঞ্চারিয়া সুদক্ষিণ বায়,

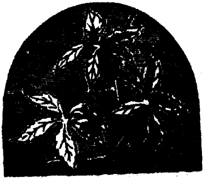
ফুটায়ে ফুলের মুখ,
শূন্য করি পূর্ণ বুক,
সৌরভ মাখিয়া চলি' যায়।
অদৃশ্য লহরী তুলি'
আসে যায় ঢেউগুলি,
আকুল করিয়া তোলে প্রাণ!
জল আসে আঁখি-মাঝে,
কি ব্যথা পরাণে বাজে!
হায় পিক গায় ওকি গান!

আধ আলো, আধ ছায়া,
কি এক স্বপন মায়া
রচিয়াছে চৌদিকে আমার!
রূপসী প্রকৃতি-রাণী
মৃদুল মর্ম্মর-বাণী
কাণে কাণে কহে বারম্বার!
বুঝিনা কো সে কথার
কি যে সব অর্থ তার,
—হৃদয়ের বেজে ওঠে তার!

৬

যতদূর দৃষ্টি যায়,
কেহ নাই, কোথা হায় !
—ভিতর বাহির একাকার !
এ ভুবন শোভাময়,
ব্যর্থ বলি' মনে হয়,
অপূর্ণতা চেয়ে দেখি প্রাণে !
কোথা সে অর্দ্ধেক আর ?
এ অশান্তি হাহাকার,
সমাপ্তি লভিবে কোন্ খানে ?

১৩০৪। আষাঢ়।





অদ্ভুত প্রেম-কাহিনী।

(রাধার)

"এখনো তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশী শুনেছি।
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।"
রবীন্দ্রনাথ।

(১)

সখি! শুধাস্ না বার বার,
কি নাম আমার মনোদেবতার,
শুধাস্ না মোরে আর।
ইষ্টমন্ত্র কেহ কি কখনো
প্রকাশ করিয়া বলে?

জান না কি সখি! কাম্য বস্তু
বলিলে আর না ফলে।
মনে মনে তাহা জপিবার শুধু,
জপি আমি সারাদিন;
মরমের মাঝে প্রকাশিত তাহা,
মরমের মাঝে লীন।
সে নামে কত যে অমিয়া মাখানো,
সখি লো! বলিব কি!
আস্বাদে তার, চিরতরে আমি
অমর হইয়াছি!

(২)

সখি! কেমন সে রূপ তার!
চর্ম্ম-চক্ষে হেরিনি আজিও
ধ্যানে শুধু ধারণার;
হেসো না, পাগল ভাবিও না মনে,
কি বুঝিবি তোরা সই!
এ কেমনতর ভালবাসা মম?
—আপনি অবাক্ হই!

(৩)

সখি ! ভুলালে কেমন করে !
সে কথা স্মরিতে আগাগোড়া সব,
ভুলে যাই একেবারে !
স্বরগে মরতে রহে সে কোথায় ?
আজিও তা নহি জ্ঞাত ;
অলক্ষ্যে রহি বাঁশরী বাজায়ে
করে শুধু উন্মাদ !
শুধাইয়া ছিনু উদ্দেশে তারে,
একদা আকুল প্রাণে ;—
"কে তুমি দেবতা ? দাসীরে তৃপ্ত
কর পরিচয় দানে।"
বাঁশরীতে তার এল উত্তর,
জানাইয়া নিজ নাম,
কহিল সে মোরে ;—কি ক'ব স্বজনি !
হরষে বিভল প্রাণ—
এখনো আমার সে কথা স্মরিতে ;
কহিল,—"তোমারি আমি !

"রেখো মনে চির-দাসেরে তোমার,
"অয়ি হৃদয়ের রাণি !"
কি পরশমণি ছিল তার কাছে !
রাশি রাশি ধন মোর,
আপনার করি লইল সে ক্রমে,
করিয়া ভিখারী ঘোর !
তবুও স্বজনি ! অতুলন সুখে
জীবন পূর্ণ মম ;
সুখ নাহি আর এর চেয়ে কিছু,
আপনারে দান সম !

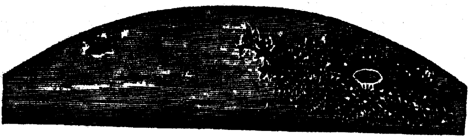
১৩০৪। আষাঢ়।



"——গো মেষ মহিষ সব"

* * * * * * * * *

কোথাও বা [illegible]"



আশা।

(১)

কে হিতৈষী শ্রেষ্ঠ জন এ ভব-সংসার-মাঝে ?
কাহার অভয় স্বর চিরদিন ধরি বাজে
যুগল শ্রবণে ? (সুধা সিঞ্চিত করিয়া প্রাণ)।
মানব-হৃদয়খানি কার স্নেহে অবিরাম,
শ্যামল শীতল চির ? কাহার অভাব হ'লে
ধরণী হইতে যেত মানবের নাম চলে ?

(২)

এখনো কি বোঝ নাই ? প্রকাশিয়া বলি তবে ;—
নাম তার 'আশা' ; নর অধীন তাহার সবে।

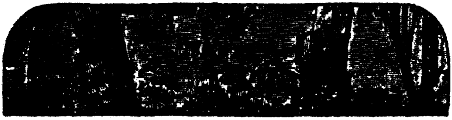
আশা মানবের ধাত্রী, পরম করুণাময়ী।
ভবিষ্যৎ দৃশ্যপটে আশার মূরতি ওই—
কি মনোমোহন রূপে রহিয়াছে সুচিত্রিত!
চারিদিকে অন্ধকার,
সীমাহীন পারাবার,
আশা-আলো শতদল-মাঝে তারি প্রস্ফুটিত!
হায় মূর্খ নর! তুমি ঘোর পাপ-তাড়নায়
নরকে নিমগ্ন আজি; ভাবিয়াছ বুঝি তাই,—
স্বরগ তোমার কাছে
চির তরে লইয়াছে
বিদায়!—সম্মুখে দেখ! আশার সোণার তরী!
নির্ভয়ে উঠিয়া ব'স;—কূলে দাঁড়াইয়া হরি।

(৩)

অয়ি আশা! বিধাতার অদ্বিতীয় সৃষ্টি তুমি;
তোমার মহিমাপূর্ণ এ জীব-জগত-ভূমি।
মানবের অন্তহীন উন্নতির পথমাঝে,
প্রধান অবলম্বন তোমা বিনা কেবা আছে?
অনাদি মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রিয় দূত,

তুমি না সহায় হ'লে
মানব কিসের বলে
লভিতে তাঁহার পদ, সাধে তপ অদ্ভুত!
তোমার অনন্ত যশ, বর্ণিতে কি পারে ভাষা?
শোক-তাপ-পাপ-হারী,
নর নারী সবাকারি—
দ্বিতীয় জীবন তুমি, অয়ি মধুময়ি আশা!

১৩০৪। শ্রাবণ।



জ্যোৎস্নার প্রতি।

আহা! কি তুই রূপসি? গঠিত ও তনু
বল্ বা কি সুধা দিয়া?
যত, ধরি ধরি করি, না পারি ধরিতে
চাহিলো মুগধ হিয়া।
যেন, বিরহীর হৃদে মিলনের স্মৃতি
বিছানো মধুরতর!
যেন, ঐশ্বর্য্যের স্বপন-কুহেলি
দীনের নয়ন পর!
তোর, ছায়া-মায়াময়ী তনুর, তেমনি
স্বর্ণ-গোলাপ-বিভা,
শ্যামা, প্রকৃতির বুকে তরঙ্গ তুলি'
শোভিছে মধুর কিবা!

ভরা,   লাবণ্যে তনু করে টলমল,
গোলাপী নেশায় ভোর!
হানি',   কটাক্ষ, মন অলক্ষ্যে চুরি
করা শুধু খেলা তোর!
বাঁধি,   সবারে আপন মায়াপাশে, নিজে
দূরে র'স্, কাছে থেকে!
ওরে!   যাদুকরি! তোর লীলা বোঝা ভার,
—অবাক্ হ'য়েছি দেখে!

১৩০৪। শ্রাবণ।





অদৃশ্য মিলন।

নীরব নিশীথাকাশে, শারদ চন্দ্রিকা মাখা,
উড়িয়া চলিছে দ্রুত, ভাঙা মেঘ লঘুপাখা।
হাসিছে নবমী-শশী, নীরবে গভীর হাসি ;
অতুল সৌন্দর্য্যময় অনন্ত মহিমারাশি !
নীরবে মেঘের পাশে দু একটী তারা জ্বলে,
আশা-মাণিকের সম গোপন হৃদয়তলে !
বিস্তারি' সহস্র বাহু উন্মুক্ত আকাশ-পানে,
তুলিয়া উন্নত শির পাদপ মগন ধ্যানে !

মথিয়া বিশ্বের প্রাণ, ধ্বনি এক উঠিতেছে!
গভীরতা, নীরবতা, কত তাহে ফুটিতেছে!
চরাচর স্তব্ধ হ'য়ে, শোনে সে নীরব তান!
মহান্ সত্তায় এক, ডুবিয়া যেতেছে প্রাণ!

নির্ব্বাক্ অধরপুট, পলকবিহীন আঁখি,
মধুর মিলন সে যে, শত ব্যবধানে থাকি'।

১৩০৪। ২৯শে ভাদ্র।



৺ মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রতি।

(১)

চির-দীন স্বদেশবাসীর
অন্নপূর্ণা মাতা তুমি ছিলে ;
আজি এই অন্নহীন দিনে
তুমিও কি তাদের ত্যজিলে ?
তুমি যে পরম দয়াময়ী,
পর-দুঃখে অধীর হৃদয় ;

আদি হ'তে সীমান্ত অবধি
লক্ষ স্বর হাহাকারময়
ওই শোন উঠিছে উচ্ছ্বসি' !
উঠিছে ভেদিয়া নীলাম্বর !
কার প্রাণে বাজিছে বেদনা ?
হেন আছে কে পরার্থপর ?

দীন দেশ, এখনো মোদের
হয়নি নিতান্ত হীনধন ;
সাধিতে ধনের সফলতা
চাই যাহা, বিরল সে মন !

তুমি ছিলে দৃষ্টান্ত একাকী,
তুমিও তো আজিকে চলিলে !
—কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হ'য়ে যায়,
নিয়তির কাল ফুরাইলে !

(২)

যাও তুমি ; খেদ তব মনে
এক তিল রেখোনা কো আর ;
পৃথিবীর নিয়ত অভাব
কার সাধ্য আছে ঘুচাবার !

সম্মুখে স্বরগ-দ্বারে তব
দেবতারা সহাস্য বদনে
দাঁড়াইয়া ; লইতে তোমারে
সমাদরে সে পূত সদনে।
যাও দেবি ! ধন্যা নারীকুলে
তুমি, তব লভ যোগ্য স্থান।
তুমি যাবে,—রহিবে হেথায়
তব দীনদয়াময়ী নাম !



কবিতা-রাণী।

ধরণীর তপ্ত দেহ শীতল করিয়া
বহিছে মৃদুল সুখপরশ বাতাস;
কুসুমের মুখখানি ফুটাইয়া দিয়া
ভাণ্ডার লুটিয়া তার লইয়া সুবাস।

প্রথমযৌবনা শ্যামা লতা-বধূটীর
সরম-সন্ত্রস্ত তনু করি' আলিঙ্গন;
ঝাউ-শিশুদের ল'য়ে সোহাগে সুধীর
দোলায়ে বুকেতে রাখি' করিয়া চুম্বন।

নীল সিন্ধু-নীরে যেন সোণার কমল,
পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বদিকে হাসি' মেলে আঁখি ;
রূপের জ্যোতিতে দশ দিক্ ঝলমল,
সহসা আগুন যেন উঠিয়াছে লাগি !—

উদিয়া কখন্ একে একে তারারাশি
সে আলোক-সর-মাঝে ত্যজে নিজ কায় ;
শুধু দু চারিটী, ক্ষীণ ম্লান হাসি হাসি'
প্রাণপণে আপনারে ফুটাইতে চায়।

হোথা আম্রকুঞ্জ হ'তে ভেসে আসে স্বর
অবিশ্রান্ত, মধুময় গীত পাপিয়ার ;
নন্দনের একখানি স্বপ্ন মনোহর
ধরাপরে রাজ্য আজি করেছে বিস্তার !

কোথা তুমি নন্দনের চির-অধিষ্ঠাত্রি !
রুচিরা কবিতা-রাণি ! চির-সুধাময়ি !
চরণ-পরশে তব এ মধুর রাত্রি
হউক সার্থক ধন্য. এস তুমি অয়ি !



By G. N. Mukerji & Bros. From a Painting.

"———— কণ্ঠে পারিজাত হার,
মন্দার মকুট শিরে, পুষ্প বীণা করে," ।

শূণ্য প্রাণে, একা হেথা সারা সন্ধ্যা ধরি'
রহিয়াছি বসি ; এস ! স্বর্গ হ'তে নামি'
দয়াময়ি ! দাও প্রাণ পরিপূর্ণ করি'
করুণা-ধারায় তব ; অনুগত আমি—

নিতান্ত তোমার। কণ্ঠে পারিজাত-হার,
মন্দার-মুকুট শিরে, পুষ্পবীণা করে,
নীলপদ্ম নেত্রদ্বয় করুণা-আধার,
সোণালী আঁচল দোলে হৈম বক্ষ-পরে !

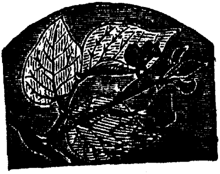
এস তুমি মনোহরে ! এ নিকুঞ্জ-ছায়
তোমার সহিত আজি নিভৃত মিলনে
স্বর্গসুখ অনুভব করিব আত্মায় !
জাগি' এ বাসর-রাতি কাটা'ব দুজনে।

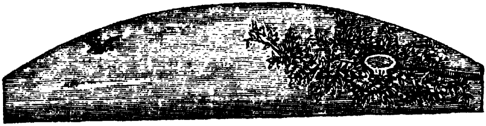
তুলিয়া বীণার তারে মৃদুল ঝঙ্কার,
চম্পক-অঙ্গুলে তব, মিশাইবে সুর
ভুবনমোহন চির কণ্ঠের তোমার
সাথে তার, মৃদু মৃদু তরল মধুর !

প্রকৃতির স্বপ্নময় এ সৌন্দর্য্য সনে,
সে স্বরলহরী মৃদু, বীণার ঝঙ্কার,
মধুরে মিশিয়া মম মর্ম্মমাঝে মনে,
করিবে অপূর্ব্ব এক মোহের সঞ্চার !

অবশ হইয়া প্রাণ পড়িবে আমার,
সমাজ সংসার সব ভুলে যা'ব আমি ;
মনে হ'বে এ জগৎ শুধু দোঁহাকার,
আমি চিরদাস তব, তুমি তাহে রাণী।

১৩০৪। আশ্বিন।





বর্ষায়।

আজ, নব বরিষা-দিন, আকাশে নব ঘন,
নব সলিল-ধারা ঢালিছে অনুখন।
নবীন-কিশলয়-শ্যামল তরু লতা,
নীরবে কুতূহলে সিনানে যেন রতা।
পিয়াসী চিরদিন, চাতক দলে দলে,
মিটায় আশা আজি, হরষে মেঘ-জলে।
চমকে মৃদু মৃদু বিজুরী থেকে' থেকে';
নীরদ গুরু গুরু উঠিছে ডেকে' ডেকে'।
নীল-নীরদ-কোলে শ্বেত বলাকা-সারি,
সাগরে ফেন হেন শোভিছে মনোহারী।

সরসী ক্ষীণকায়া, হরষে ঢলঢল,
ছল ছল উছলি', চলিছে কল কল।
শৈবাল-দল-মাঝে রূপেতে আলো করা
ফুটিয়া শত শত সরোজ মনোহরা।
মরাল বিহরিছে, পুলকে বাঁধি দল,
নীরস রবে ভেক বিদরে ধরাতল।
জন-মানব-হীন কানন-পথ-পার
শোভিছে মন্দির-শিখর দেবতার।
নবীন-ফুল-ভারে কদমতরু-সারি,
সরমে নত যেন সম যুবতী নারী।—
বাতাসে ভেসে আসে সৌরভ মধুর,
জাগিছে কত কি যে মনোমাঝে বিধুর!
কবি-কাহিনী কত সে কালের পুরাণো,
মনে হয় আজো যেন রহিয়াছে জড়ানো!

* * * *

চক্ষু-পরে যেন স্বপন-আবরণ
পড়িছে ধীরে ধীরে কি মন্ত্রে মোহন!

* * * *

যমুনা বলি' মনে হ'তেছে সরসীরে,
কেলি-কদম-গৃহ ওই যমুনাতীরে!



"জন মানব হীন কানন পথ পার

দাঁড়ায়ে তলে তার, শ্যাম বাঁশরী করে,
উঠিবে বাজি' বাঁশী এখনি ক্ষণ পরে !
নারী-সুলভ ভয় ত্যজিয়া অনায়াসে,
দেখিব বনপথে রাধিকা চলে আসে।
সমীরে অঞ্চল জয়-নিশান-সম
উড়িবে, যাবে ভিজি' কাঞ্চলী বসন।
নূপুর-শিঞ্জন শুনিয়া দূর হ'তে,
আসিবে দ্রুত শ্যাম আগুবাড়ায়ে ল'তে।

* * * *

দৃশ্যপট আরো নেহারি শত শত,
পূর্ণ কত শোভা বেদনা সুখ কত !—

* * * *

কেবলি সাধ আজি হ'তেছে মনে মনে,
এমনি যাক্ দিন বাস্তবে স্বপনে !

১৩০৩। আষাঢ়।



মুক্তি।

তোমার শান্তির কোলে এসেছি জননি গো!
চাহিতে একটুখানি স্থান;
(তব) অসংখ্য সন্তান সাথে আমিও এসেছি আজি,
পাইতে স্নেহের কণা দান।
(হেথা) নিভৃতে নিশ্চিন্তে রহি, করিব বাসনা মনে,
জীবনের দিন অবসান;
ক্ষুদ্রতার সীমা কাটি', অনন্তের সাথে মোর
বিলীন করিয়া দিব প্রাণ।

আসিবে না এতদূরে ভাসিয়া আর সে ক্রূর
সংসারের বিষময় বায় ;
সিন্ধু ব্যবধান মাঝে ; ও পারের কোলাহল
কাণে আর শোণা নাহি যায়।
কিসের মমতা ? হায় ! আছে কিগো সংসারের !
কোনখানে এক্‌টু হৃদয় ?
জীবের শোণিতপায়ী রাক্ষসী-প্রতিমা সে তো ;
পরাণ তাহার স্বার্থময়।
ছলে বলে সকলের সর্ব্বস্ব হরণ করা,
এই শুধু উদ্দেশ্য তাহার ;
প্রশমিত কোন কালে কভু নহে হইবার,
বহ্নি সে দারুণ আকাঙ্ক্ষার !
'দাও দাও' সদা তার শুধু এই কথা মুখে,
এক তিল নাহিক বিরাম ;
বলি না এমন কথা, কখনো সে নাহি দেয়
গ্রহণ করিয়া প্রতিদান।—
মথিয়া জীবন-সিন্ধু, গ্রহণ করিয়া সুধা,
পরিপূর্ণ করে হলাহলে ;
দেবতা-মন্দির ভাঙি', গড়ে সে শ্মশান, নিজ
বিলাস-প্রাসাদ কুতূহলে !

ক্ষেত্রের উর্ব্বরা নাশি', কঠিন নীরস বক্ষ—
মরুভূমে, করে পরিণত ;
ঘোর অত্যাচারে তার, জীবের হৃদয় হ'তে
নির্ব্বাসিত সুপ্রবৃত্তি যত।
অভাব, অশান্তি, শুধু, মেলিয়া সহস্র জিহ্বা,
মানবেরে সদা গ্রাস করে ;
নরক কোথায় আর ? নিত্য অভিনয় তার
হইতেছে চক্ষের উপরে !

নির্দ্দয় পাষাণী সেই, কি কুহক-মন্ত্র-বলে,
সৃষ্টি নাশ করে বিধাতার !
পড়িলে বারেক ধরা, নিষ্কৃতি নাহিক ত্বরা,
ভীষণ কবল হ'তে তার।
দুর্লভ মানব হেন, তার প্রলোভন-ফাঁদে
স্খলিত হয়নি যার পদ ;
একটী দিনেরো তরে, সকলেরি, তার কাছে
লিখে দিতে হয় দাস্য-খত।
(তবে) ত্বরায় সে লভে মুক্তি, সংগ্রামে জিনিয়া তারে,
আছে যার হৃদয়ের বল ;

নহিলে দাসত্ব চির, জীবের জনম ধরি'
ললাটের লিখন কেবল !

(আজি) ফেলেছি ভাঙিয়া আমি, শত জনমের মম
অধীনতা-শৃঙ্খলের ভার ;
আজি আর নিয়ামক প্রভু নহে সে আমার,
আজি আমি দাস নহি তার !
পেয়েছি ফিরিয়া আজি, হারাণো সে স্বাধীনতা,
উদার বিমুক্ত বুকে তব !
আজিকে তোমার ক্রোড়ে, অনন্ত বিশ্বের মাঝে,
জন্মিনু জীবনে অভিনব !
(তব) যথা রবি, শশী, তারা, কুসুম, সলিল, তরু,
(এবে) আমিও তাদেরি একজন ;
হইব তাদেরি মত নিখিলের আপনার,
করি' ব্রত নিষ্কাম সাধন !

১৩০৩।



মুমূর্ষুর কাহিনী।

(১)

ওগো! তুমি কি করিবে মনে চপল বলিয়া ?
দোষ, ক্ষমিও আমার ;
বিপুল-আবেগ-ভরা এ প্রেমের গতি,
পারি না রোধিতে আমি আর ;
আজি, নিকটে তোমার।
সে যে, গিরি-নির্ঝরিণী সম চাহে উৎসরিতে,
ভাঙি', সরম-পাষাণ-অবরোধ ;

সে যে,　চাহে ছুটে গিয়ে তব চরণে লুঠিতে,
না মানে নিষেধ উপরোধ।
সে তো,　চাহে না—চাহে না প্রতিশোধ।
শুধু,　চাহে সে দেখাতে একবার ;
মরমের কোনখান্‌টীতে
রচিয়াছে আসন তোমার !

ওগো !　দাঁড়াও ক্ষণেক তুমি নিকটে আমার,
আমি আজি দিব প্রাণ খুলে ;
মোর,　সঞ্চিত মাণিকগুলি চরণে তোমার,
অঞ্জলি ভরিয়া দিব তুলে।
তুমি,　না হয় ফেলিয়া দিও উপল ভাবিয়া ;
তুমি,　না হয় ফিরিয়া নাহি চেও ;
তুমি,　না হয় লইয়া পূজা, কঠিন পরাণে
হৃদয় দলিয়া চলে যেও।
তবু,　করিও না আমার এ প্রেমে অবিশ্বাস ;
নহে ইহা বিস্ময়ের কথা ;
ক্ষুদ্র জবা, চেয়ে থাকে সেও রবি-মুখ ;
নলিনী কি সূর্য্যমুখী যথা।

আজ, আনন্দ-মদিরা-ঘোরে বিবশ হৃদয়,
বুঝি, প্রাণ-গ্রন্থি পড়ে শিথিলিয়া ;
আর, পারি না রাখিতে স্থির, তনু আপনার ;
ধীরে, নেত্রপক্ষ্ম আসে নিমীলিয়া।
চিরদিন যেই সাধ পুষেছিনু মনে মনে,
আজি পূর্ণ সে সাধ আমার !
কৃতার্থ জীবন ; এবে সুখে উত্তরিব
সম্মুখীন মৃত্যু-পারাবার।

(২)

তবে, শোন গো ! প্রথম আজি কাহিনী আমার,
আজি, জীবনের মোর শেষ দিনে ;
তবে, জনমের মত আজি প্রাণের রাগিণী
শেষ, ধ্বনিয়া উঠুক্ মনোবীণে !

"ছিল না তখন পরিচয় বেশি,
জানিতাম নাকো নাম ;
শুধু সুকরুণ সুর একখানি,
শুধু প্রাণভরা দুটী গীতবাণী,
পরশিয়া ছিল প্রাণ।

"সেই গীতরবে মোর ধ্বনিয়া উঠিত হিয়া !
দেখিতাম কি যে ছবি সেই সুরমাঝে গিয়া।
সুশুভ্র মু'খানি-মাঝে আয়ত নয়ন দুটী,
কি করুণা-মাখা সে যে মানসে উঠিত ফুটি' !
শৈশবের খেলাঘরে, সে অস্ফুট পরিচয়,
আজিও হৃদয়-গ্রন্থে লেখা আছে সমুদয়।

"তার পর নব জীবনে জাগিনু ;
দেখিলাম চারিভিত—
আলো আর বাঁশী হাসি আর গানে
ফুলে ফুলে পূরণিত !
নিমেষের তরে হ'নু দিশাহারা ;
নয়নে লাগিল ঘোর !
নিমেষের তরে বাঁধিনু পরাণে—
সে এক ভুলের ডোর !
মেঘের আড়ালে নিমেষের তরে
লুকায় যে শশধর,
তটিনীর বুক করিতে কেবল
দ্বিগুণ উজ্জ্বলতর।

"ভেঙে গেল ভুল, দেখিনু চাহিয়া মরম-মন্দির-মাঝে
অতুল প্রভায় উজলিয়া দিক্, এ কোন্ দেবতা রাজে !
অরুণের মত বরণ তাহার, কিরণ-কিরীট মাথে',
সারা নিখিলের হিয়া দিয়া গড়া, মায়া-বীণাখানি হাতে।
তার সে মোহিনী রাগিণীর সুরে, চিনিনু নূতন ক'রে,
আমারি সে প্রিয় চির পুরাতনে, আমারি সে মনচোরে !

"তার পর গেছে কাটি' এ জীবন,
পূজায় সে দেবতার ;
ছিলনাকো কিছু সুখ সাধ আশা
বাহিরেতে তার আর !
স্বপনের দেশে করিতাম বাস,
কল্পনা সহচরী ;—
মায়াবলে কত নূতন জগৎ
তুলিতাম গড়ি' গড়ি' !—
তোমারে সে নব জগতের মাঝে
করিতাম রাণী, সুখে ;—
রাজকররূপে সরবস্ব মম,
সঁপিতাম পদযুগে !

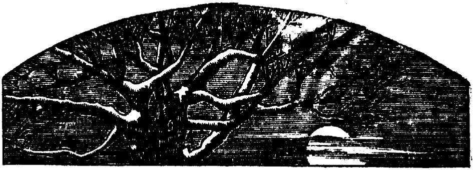
তুমি আর আমি, আর কেহ নাই
সে জগৎ-মাঝখানে ;
দুই নিয়ে এক হ'ত চরাচর ;
কি মিলন প্রাণে প্রাণে !
কত শত বেশে সাজাতাম তোমা',
মনের মতন করি' ;
নিমেষে নিমেষে নব নব রূপ
হেরিতাম প্রাণ ভরি' !
কত মধুময় অভিনয়, আমি
করিতাম তব সাথে ;—
সে সব কাহিনী মনে হ'লে, আজো
জল আসে আঁখিপাতে !
হায় গো ! সে সব, ভাষায় কখনো
প্রকাশ কি হ'তে পারে ?
ভাবের নিকটে এইখানে ভাষা
হার মানে একেবারে !

* * * *

"এই শুধু বড় সাধ ছিল মনে, চেয়েছিনু বর আমি,
'জান তুমি সব প্রভু ভগবান! ওহে অন্তর্যামি!
জীবন মরণ ঢালা এ আমার পূজা, প্রেম-দেবতার,
বৃথায় কেবলি নাহি হয় যদি, এই দিও ফল তার,
মরণের কোলে ঘুমাবার আগে, সে যেন জানিতে পারে,
নিখিলের মাঝে সব চেয়ে বড়, দেখেছিনু আমি তারে।

"আর বেশি কথা নাই বলিবার,
সময়ো ফুরায়ে এল;
শুধু একবার সুধাই তোমারে,
বল দেবি! বল, বল,
সাধের সে মম মনোময় পূজা, প্রাণময় উপহার,
স্বপনেও কি গো! আসে নাই কভু অনুভবে দেবতার?"

১৩০৩।



আর একবার।

আবার বরষ পরে
এসেছি পাথেয় তরে ;
—পথের সম্বল ;
যাহা কিছু দিয়াছিলে,
খুঁজে আর নাহি মিলে ;
—হারায়েছে সবি কোথা', হৃদয় চঞ্চল।

মনে সে উৎসাহ নাই,
শরীরে সে নাই বল ;
অধরে সে হাসি নাই,
চোখে নাই অশ্রুজল !

ভেঙেছে প্রাণের বীণ্,
ছিঁড়ে গেছে তারগুলি ;
গীত গান সমাপন,
গেছি সুর তান ভুলি।

ভাঙা বুকে, শুষ্ক হিয়ে,
আবার এসেছি কাছে ;
দাও দেব ! আরবার,
যা' তোমার দিতে আছে।

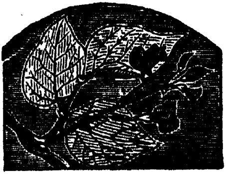
আবার নূতন ক'রে
এ যাত্রা চলিতে পথে,
দেখি পারি কি না পারি,
শেষবার ;—বিধিমতে !

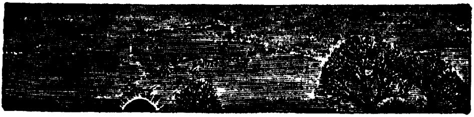
বাঁধিব আবার প্রাণ,
নব জীবনের গান—
গাহিব আবার একবার ;
নূতন রাগিণী ভাঁজি',
ধরিব আবার আজি
নব সুর ;—জোড়া পুন দিয়ে ভাঙা তার।

এ যাত্রা বিফল হ'লে,
আর কিছু চাহিব না ;
আর আসিব না কাছে,
আর আশা রাখিব না।

অনন্ত মৃত্যুর করে,
দিব সমর্পিয়া মোরে,
অনন্ত সমাধি বুকে লভিব বিরাম ;
অনন্ত-আঁধার-গর্ভে লুকাইব নাম !

১৩০৩।





স্বদেশ—স্বদেশবাসী।

আর কতদিন কাঁদিয়া কাটাবি ?
দুখিনী মোদের মা !
এত ছেলে মেয়ে, আমরা কি সবে,
মানুষ হইব না ?
বিফলে কি শুধু দিয়াছিলি ঠাঁই,
গর্ভে ও আপনার ?
তোর সন্তান হ'য়ে, কি গলায়
গাঁথিব অযশ-হার ?
তোমারি দত্ত এ দেহ জীবন,
বড় কি তোমার চেয়ে ?

নাহি পারি দিতে, তোমার জন্য
একটীও ছেলে মেয়ে!
আপন বক্ষ নিঙাড়ি' জননি!
পালিছ যে চিরদিন;
একটী বিন্দু শোণিত দিয়াও,
শোধিব না তার ঋণ?
"ধিক্! ধিক্! শত" জগত জুড়িয়া
সকলে মোদের বলে;
কেন না জননি! জনমমাত্রে
ডুবালি সাগরজলে?
তা'হলে তোমায়, "কাপুরুষ-মাতা"
শুনিতে হ'ত না বাণী;
হইতে হ'ত না ভিখারিণী আজি,
হইয়া রাজার রাণী!

কোথায় আজি সে সন্ততি তোর?
জগতে অজেয় নাম!
অতীতের মহাকালের গর্ভে,—
করে তারা বিশ্রাম!

দেখিছে কি সেথা হইতে তাহারা,
তুলিয়া করুণ আঁখি ?
তাদের সাধের জন্মভূমির
হীনতার নাই বাকি !
বরিষে কি তারা শিরে আমাদের
অভিশাপ নিদারুণ ?
ঘরে ঘরে তাই উঠে হাহাকার,
লেগেছে ভীষণাগুন !

* * *

এ দেখেও মোরা নিশ্চেষ্ট আছি,
অভাগা স্বদেশবাসী !
শুধু,—অদৃষ্টে গালি পাড়ি শতমুখে,
কাঁদি শুধু ঘরে বসি' !

"নয়নের জল চাহ যত ফোঁটা,
অনায়াসে দিতে পারি ;
হতাশের গান, পারি,—যদি বল
রচিবারে,—দুই চারি।

তা'তে যদি তব দুর্গতি দূর
না হয়,—নাচার তবে"।
জেনো মা জননি! সন্তান তব
এমনি অসার সবে।
বুক-ভরা ভয়, নির্বীর্য্য দেহ,
বিদ্বেষ-পোরা মন;
ভায়ে ভায়ে হায়! নাহিক যাহার
বিশ্বাসের বন্ধন;
সে জাতির কাছে, এর বেশি আর
কি আশা করিবে মা?
মিছে সন্তান আমরা তোমার,
—কোন কাজে লাগিনু না!

* * *

কে দিবে মোদের মৃত এ জীবনে
অমৃত ছিটাইয়া?
অনুপ্রাণিত করিবে মোদের,
আপনার প্রাণ দিয়া!

ভীরু আমাদের, কম্পিত কর
দৃঢ় করি ধরি বলে,
কর্ত্তব্য-পথে কে যা'বে লইয়া ?
কে আছে ভূমণ্ডলে ?

কেহ নাহি নেতা পথদর্শক,
সকলে আপনা বড় ;
শত জনে বাধা দেয়,—একজন
হইলে অগ্রসর।
সকলেই হায় ! বিভিন্ন পথ,
বিভিন্ন মত ল'য়ে,
করে কতরূপ গরিমা প্রকাশ,
নিজেরে শ্রেষ্ঠ ক'য়ে।

হায় ! সে পন্থা কত যে জটিল,
ভঙ্গুর কত,—মত !
নিমেষে জনমে, নিমেষে মিলায়,
সলিল-বিম্ববৎ !

১৩০৪। অগ্রহায়ণ।



ভগ্ন হৃদয়।

না পাতিতে সংসারের খেলা,
দয়াময়! যদি ভেঙে দিলে;
না পড়িতে প্রাণেতে বাঁধন
মায়া-ডোর যদি গো ছিঁড়িলে;
না বুঝিতে জগতের গতি
"সব গতি" যদি পূরাইলে;
তবে কেন বুঝিনাকো হায়!
এখনও সংসারে রাখিলে!

(আজো) কি আশা রয়েছে সংসারেতে ?
নিরাশা রয়েছে কিসেরি বা ?
লক্ষ্যহীন জীবন-তরণী,
ঘুরে ঘুরে মরে নিশি দিবা !

কি মহান্ বাসনা তোমার
এখনো রয়েছে অপূরণ ?
একা র'য়ে সহস্রের মাঝে,
কোন কার্য্য করিব সাধন ?

কতটুকু রয়েছে ক্ষমতা ?
অজয় হৃদয় আজো হায় !
সংসারের ঘায়ে সে এখনো,
শতধা হইতে যেন চায় !!

সংসার সে নির্ম্মম নিষ্ঠুর !
আজি আমি কেহ নহি তার ;
অবজ্ঞা-ভরা সে মুখ হেরি'
(তবে) প্রাণ কেন কাঁদে গো আমার ?

চিতা-শয্যা সম্মুখে যাহার,
সে কি করে রবি-করে ভয় ?
সংসারের শত বজ্রাঘাতে
ভাঙা বুক ভাঙিবার নয় !

তবুও কেন গো ভয়ে মরি ?
আপনারে হয় অবিশ্বাস ;
আজিও কি হৃদয়ের কোণে,
লুকানো রয়েছে কোন আশ ?

আপনার জনকে যে হায় !
নারিল করিতে আপনার !
তার কি এখনো আছে সাধ,
পরকে আপন করিবার ?

মনে আসে সুখ-স্বপ্ন প্রায়,
জীবনের সেই এক দিন !
সদ্যঃ-স্ফুট বাসনা-মুকুল,
হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নবীন।

সে সব কাহিনী মনে হ'লে,
অবাক্ হইয়া আজি যাই ;
"সত্য এ কি সেই আমি আছি",
আপনারে আপনি শুধাই !

আমারি কি, আমারি কি হায় !
দীনহীন এ মলিন সাজ ?
(কেন ছাই আসে চোখে জল ?)
(মুছাবার কে আছে গো আজ ?)

* * *

অতীতের সে সুখ-কাহিনী,
মনে আজ করি একবার ;
এ কি তব নিয়ম প্রভু গো !
যায় যাহা, ফেরে না তা' আর !

যে যে ভুল রহিয়া গিয়াছে,
সে সব শোধন করিবার,
পেতাম প্রয়াস প্রাণপণে ;
আহা যদি হ'ত ফিরিবার !

হায় ! এ কি ক্ষীণদৃষ্টি নর !
ভুল যবে থাকে বর্ত্তমান,
(সত্যের মোহন ছদ্মবেশে ;)
পায় নাকো তখন সন্ধান !

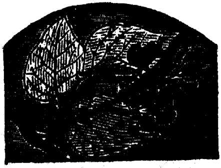
তার পর জনম ধরিয়া,
চিরদিন শুধু হাহাকার !
বৃথা শোক অমা-রজনীতে,
হেরিয়া অভাব পূর্ণিমার !

'বৃথা' তাহা বুঝেও বোঝে না,
কি অদ্ভুত মানবের মন !
শৈশবে মায়ের কোল হ'তে,
পোষে প্রাণে বৃথা আকিঞ্চন !

ফুটে তারা, উঠে চাঁদ নভে,
ভাবি' মনে খেলাবার সাথী,
ডাকে শিশু,—"আয় কাছে আয়,"
ধরিবারে যায় হাত পাতি !

বয়সের সাথে মানবের,
দুরাশারো বাড়ে পরিমাণ !
ছাড়াইয়া জীবনের সীমা;
মরণেরো উর্দ্ধে তার স্থান !!

১৩০৩।



এই ভিক্ষা চাহি দয়াময়।

প্রভু গো! চেতনময় রূপে
রহ সদা হৃদয়ে আমার!
আর যেন পারে না পশিতে
ছদ্মবেশে পাপ দুরাচার!
এই ভিক্ষা চাহি দয়াময়!

আর যেন স্রোতের মুখেতে
তৃণ হেন ভেসে নাহি যাই!
নীরব নিশ্চেষ্ট নাহি থাকি,
অদৃষ্টের মানিয়া দোহাই!
ধ্রুব তারা! তোমার চরণে,
স্থির লক্ষ্য যেন না হারাই!
এই ভিক্ষা চাহি দয়াময়!

১৩০৪। আষাঢ়।



লক্ষ্যহারা।

বিশাল ভবের মাঝে,
নিতান্ত একাকী সাজে,
চারিদিকে চাই ;
যেন এ বিস্তীর্ণ মরু,
একটী বিরাম-তরু
নাই, কোথা নাই !

অসংখ্য এ জনগণ,
উত্তপ্ত বালুকা সম ;
কাতর পরশে ;

উপেক্ষিত দৃষ্টি শত,
সহস্র রশ্মির মত
অনল বরষে !

এ অগ্নিকুণ্ডের তলে
গিয়াছে সকল জ্বলে,
হৃদি, প্রাণ, মন ;
আর মোর কিছু নাই,
শুধু ছাই,—শুধু ছাই,
বলিতে আপন !

নিষ্প্রভ নয়নদ্বয়,
চরণ অবশময়,
সংশয় চিতে ;
ছিল লক্ষ্য, হারায়েছি,
যেতে, কোথা যাইতেছি,
পারি না বলিতে !

কক্ষভ্রষ্ট গ্রহ সম,
স্রোতোমুখে তৃণোপম,
তবু চলে যাই ;
কে জানে কোথায় যা'ব ?
কূল পা'ব, কি না পা'ব ?
ভাবি মনে তাই !

১৩০৪।

যবনিকা ক্ষেপণ।

দাও ওই বিষ-পাত্র! যত তীব্র হো'ক,
আগ্রহে আনন্দে আমি করিব গো! পান;
রো'ক তাহে যত তাপ, হাহাকার, শোক,
বরিব সে মরণেরে, বিনিময়ে প্রাণ।
—উদাস, বিষাদ, শূন্য, অবসাদময়,
জীবন; সে শুধু ভার, আর কিছু নয়।

চারিদিকে এত আলো, এত হাসি, গান,
এত শোভা, এত প্রেম, ফুটে ওঠে হায়!
তার মাঝে একা কি রে! ল'য়ে শূন্য প্রাণ,
নিরাশার মুখ চেয়ে বেঁচে থাকা যায়?

—কে বলে প্রকৃতি! হিয়া স্নেহময় তোর ?
দেখি নাই হেন আর নির্দ্দয় কঠোর !

তুই যদি স্নেহময়ী ; তবে কেন বল্,—
স্নেহের সন্তান তোর হারায় যখন
চির-জীবনের তরে সৌভাগ্য সকল,
কেন না নয়নে তার নিবা'স্ তখন
যত তোর শোভারাশি ? হায়! কেন তারে
তখনো সান্ত্বনা-বাক্যে চা'স্ ভুলাবারে !

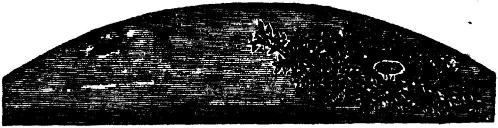
যেখানে রয়েছে যত কাননে, গুহায়,
অন্ধকাররাশি তোর ; কেন মা! তখন
না ঢালিয়া দিস্ তার নয়নেতে হায় !—
ঘুমের মতন ? টানি' কোলে নিরজন।
কেন না ফেলিয়া দিস্ জগতের পরে
চির-যবনিকা মা গো! হায়! তার তরে!

* * * *

দাও ওই বিষ-পাত্র তুলি' করে মোর,
আগ্রহে আনন্দে আমি করিব গো! পান!
শত আঁখি ঝলসিত এ আলোকে ঘোর,
সঙ্কুচিত প্রাণ মম! লাজে ম্রিয়মাণ!
—জীবনের অভিশাপ! জীবন এ নয়!
দাও; আজ করি তার শেষ অভিনয়!

প্রকৃতি রে! তোর বুকে পেনু না আশ্রয়!
যাই আমি নিজে তার করিগে সন্ধান;
কোথায় সে রাজ্য, চির-অন্ধকারময়।
পাই যদি দেখা তার বিনিময়ে প্রাণ!
—যেখানে নির্ভয়ে আমি লুকাব আমায়।
—নহি হেথাকার কেহ; র'ব না হেথায়!

১৪ই আশ্বিন। ১৩০৪।



লও লও সবি লও।

লও, লও, সবি লও ; নিয়েছ যখন নাথ !
এ জীবনে ছিল মম যত সুখ, আশা, সাধ !
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ ধরি'
কাট খণ্ড খণ্ড করি'
হৃদি-পিণ্ড এ আমার ; খোঁজ তার পাত পাত,
কোথা যদি কিছু আজো থাকে সে ভাণ্ডার-জাত।

লও, লও, সবি লও ; নিয়েছ তো সবি হায় !
এ দগ্ধ জীবনে মোর আছে আর কি কোথায় ?

অপার শান্তিতে ভরা
কোথা’ সে সোণার ধরা ?
কোথা সে মিলন মহা, চরাচরে একতায় ?
প্রাণের মন্দির মম চূর্ণ আজি শতধায় !

গড়িয়া আপন হাতে আদর্শ দেবতা মম,
কত সাধে কত যত্নে করেছিনু সংস্থাপন ;
প্রাণের কুসুমগুলি
বাছিয়া বাছিয়া তুলি’,
পূজিতাম ; সে চরণে করিতাম সমর্পণ।
হরষ-উচ্ছ্বাসে সদা পূর্ণ ছিল প্রাণ মন !—

দেখ আজি দেখ চেয়ে ওই সে দেবতা মোর,
আঁধার শ্মশান-মাঝে সমাধি-নিদ্রায় ভোর !
দেবতারি সাথে মম
প্রাণের সে পুষ্পবন
অন্তর্হিত ; ছিঁড়িয়াছে মরম-বীণার ডোর।
এবে শুধু চিরসাথী হাহাকার আঁখি-লোর !

আর আছে, আছে আজো সুখের স্বপন সম,
স্মৃতি তার, দগ্ধ প্রাণে জুড়াবার স্থান মম ;
আজো তারি তরে তাই
মাঝে মাঝে ভুলে যাই,
'ত্রিভুবনে হতভাগ্য নাই হেন কোন জন !'
বড় ভালবাসি তারে, সে আমার প্রিয়তম।

লহ তাও ; লবে যদি, প্রাণের গোপন-ঘরে
যেথা সে রয়েছে জেগে শোণিতের স্তরে স্তরে,
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ-ধারে
খণ্ড খণ্ড কর তারে,
পাষাণের যবনিকা ঢেকে ফেল তদুপরে ;
দাও, তাহা দিবে যদি ধ্বংস করি চির তরে !

* * * *

কিন্তু সে যে মিশে গেছে জীবনের সাথে সাথে!
যে মালা রয়েছে বাঁধা দুজনার হাতে হাতে,
সে যে প্রাণ, দুজনার!
সে কি কভু ছিঁড়িবার?
অবিচ্ছেদে চির-গাঁথা, এ জনমে দুজনাতে;
—এ জন্মের শেষ তবে কর কৃপা দৃষ্টিপাতে!

কার্ত্তিক। ১৩০৪।



স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ।

১

অর্থহীন কথা।

"নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাব", বোলো না কো আর—
অপার্থিব কথাগুলা। হ'য়েছে বিলীন
রঞ্জি' নেত্রে অঞ্জনের রেখা কল্পনার
কবিতার স্বপ্ন-রাজ্যে ভ্রমণের দিন।
লভিয়াছি আমি এবে নির্ম্মম চেতন;
চিনিয়াছি কারে বলে সত্য আর ভুল;
বাস্তব রাজ্যের এবে আমি একজন;
জীবন-তরীর মুখে সংসারের কূল।

"নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাব", অর্থহীন কথা
সংসারের অভিধানে রয়েছে নিহিত।
"মস্তকহীনের হায়! মস্তকের ব্যথা"!
প্রলাপ শুধুই ইহা, অতি অবিহিত।
স্বার্থ হ'তে দিলে বাদ জগত সংসার,
এক মুটা ভস্ম শুধু বাকি থাকে সার!

২

বিনিময়।

এ ভবের হাটে মোরা ব্যাপারী সবাই;
সকলেরি আছে নিজ স্বার্থের সম্বল।
পরস্পর বিনিময় করিয়া তাহাই,
কেহ লাভ করি, কারো ক্ষতিই কেবল।
ভক্তি, স্নেহ, দয়া, পুণ্য, বন্ধুত্ব, প্রণয়,
স্বার্থশূন্য নহে কিছু; হউক না যত
পবিত্র, বিস্তৃত, গাঢ়, মধুরতাময়।

বল দেখি সত্য কথা, আমার শপথ ;
বন্ধু তুমি। আমি যদি তব নাহি দিয়া
বন্ধুত্বের প্রতিদান, ভুলি' উপকার
অবিশ্বাস-ছুরী দিই বুকে বসাইয়া ;
হউক হৃদয় তব সহস্র উদার,
বাজে নাকি মর্ম্মে ব্যথা তরে তিলেকের ?
পাষাণের ধর্ম্ম কভু নহে মানবের !

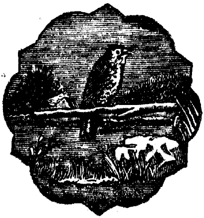
৩

সম্মান।

হে ধার্ম্মিক ! লইও না দোষ এ কথার,
"স্বার্থ চিরকাল ধরি' ধর্ম্ম মানবের।"
স্বার্থ নহে হেয়, নহে কভু অবজ্ঞার,
স্বার্থ নহে একরূপ, কত রকমের।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, মূলে সবাকারি
স্বার্থপরতার বীজ আছে বিদ্যমান।
'আত্মসুখ চরিতার্থ',—উদ্দেশে ইহারি
জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দীন, ফেরে অবিরাম।

কাহারো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ;—শুধু প্রসারিত
সীমাবদ্ধ আমাদের এ মর ধরায়।
কারো বা বৃহৎ দৃষ্টি ; মুক্ত, অবারিত
কাছে তার পরলোক-দ্বার। এই হায়!
ভেদ শুধু! বৃহতেরে করিতে সম্মান,
কল্পিত উপাধি, করা আমাদেরি দান!

১৩০৪। অগ্রহায়ণ।



বালিকা ও বিহঙ্গম।

(ইংরাজীর অনুকরণে)

(১)

"আয় রে বিহগি ও! আয় রে কাছে!
রেখেছি তোর তরে
কত যতন ভরে
কুসুম-শেয পাতি, সোণার খাঁচে!

"তুলিয়া মনোমত
রসাল ফল কত
কানন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে এনেছি নিজে।
সোণার বাটী ভ'রে
রেখেছি থরে থরে,
সুরসে ভরা ভরা শিশিরে ভিজে।"

(২)

"বাধিত আমি, তব করুণা লাগি।
তবুও শোন অয়ি—
বালিকা স্নেহময়ি!
স্বাধীন প্রাণ আমি বনের পাখী।

"ভাল যে বাসি আমি
ছোট সে নীড়খানি,
স্বাধীন প্রকৃতির কোলের কাছে।
স্বাধীন, খোলা বায়
খেলিতে মন চায়,
উধাও হ'য়ে উড়ে গগন-মাঝে।"

(৩)

"আয় রে পাখি! কাছে আয় রে আয়!
শুকানো খড় পাতা
দিয়া সে নীড় গাঁথা
এ খাঁচা চেয়ে ভাল এত কি হায়?

আমি যে প্রাণ ভ'রে
ভাল রে বাসি তোরে,
ভোলে না তায়, তোর স্বাধীন প্রাণ ?
হবি রে সাথী মোর,
বনের খেলা তোর
শিখাবি মোরে ; তোর শিখাবি গান।"

(৪)

"খাঁচার নামে হিয়া উঠে তরাসি' !
ভাল কি বাসে কেহ
হায় রে ! কারাগেহ ?
পরে কি সাধে কেহ গলায় ফাঁসি ?

"দিয়া কঠিন শিক
ঘেরা সে চারিদিক,
আসে না বায়ু ভালো, আসে না আলো।
কোথায় খেলিবার
খোলা গগন তার ?
কোথায় কাননের শোভা সে কালো ?"

(৫)

"আয় রে কাছে মোর আয় রে পাখি!
বন-স্বপন তোর
এসেছে হ'য়ে ভোর,
গগন পানে দেখ্ চাহিয়া আঁখি।

"লইয়া দল বল
নবীন জলধর
নব-বরিষা-কালে জমিছে আসি'।
বরষি' অবিরল
অচিরে নভঃস্থল
করিবে একাকার, ফেলিবে গ্রাসি'।

"ডুবিবে রবি, শশী; নিভিবে জ্যোতিঃ।
দিবস হবে রাতি,
বহিবে বায়ু মাতি,
কাঁপিবে ভয়ে তার প্রকৃতি সতী।

"ভিজা সে ভাঙা নীড়ে
কেমনে রহিবি রে!
একলা নিরজন আঁধারে জাগি'?
ক্ষুদে ও প্রাণ তোর
প্রলয়-মাঝে ঘোর
হারাবি হায়! মিছে কিসের লাগি?"

(৬)

"বল কি কথা, অয়ি কুমারি প্রিয়?
বিশাল ধরণীর
হৃদয়ে স্নেহ-নীড়
কোথাও নাহি স্থান তিলেক কি ও?

ভাবনা কিবা তার?
পূরবে(ই) বরিষার
প্রবাস-বাসে মোর যাইব চলি;
পথের দুই পাশ
নবীন শোভা-রাশ
দেখিব মহাসুখে কৌতূহলী।

"কত না গিরি, বন, সাগর, নদী,
যাইব পার হ'য়ে,
নবীন পরিচয়ে
পাইব সাথী কত মাঝেতে পথি।"

(৭)

"অজানা দেশে সেথা
করুণা পাবি কোথা ?
বিপদে কার কাছে পাবি রে ঠাঁই ?
এমন সুখ, গেহ,
আদর, এত স্নেহ,
উপেখি' যাস্ চলি' অবোধ হায়!"

(৮)

"সহায় পরমেশ-শ্রীপদদ্বয় ;
লইয়া তাঁর নাম
ভাবনাহীন প্রাণ,
রহিব যথা তথা কিসের ভয় ?

"সুখেতে পরবাস
কাটায়ে কয় মাস,
নব শরতে ফিরে আসিব গেহ।
বিদায় দেহ তবে,
আবার দেখা হ'বে,
রহিবে মনে তব করুণা স্নেহ।"

১৩০৪। জ্যৈষ্ঠ।

অভ্যর্থনা।

মিস লিলিয়ান এড্‌গার এমের ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে
২রা মাঘ ১৩০৪ সনে ১নং হেরিংটন ষ্ট্রীট ভবনে
তাঁহার স্বহস্তে প্রদত্ত।

এস গো ভারতে, ধন্যা কন্যা প্রাচ্য জগতের!
প্রাণের সহিত মোরা করিতেছি অভ্যর্থনা।
দীন হীন ভগ্ন গৃহ যদিও এ আমাদের,
কিছু নাই পূজিবারে অতিথিরে তব সমা!
শুধু হৃদয়ের শ্রদ্ধা গভীর—গভীরতর;—
তাহাই কুমারীরত্ন! লও তবে লও ধর। ১।

ত্যজি' জন্মভূমি-অঙ্ক, স্নেহময়, সুখময়,
স্বজন-বান্ধব-সঙ্গ ত্যজি একা অনায়াসে;
নূতন অজানা তব চিরহীন পরিচয়,
এসেছ প্রাণের টানে এ সুদূর পরবাসে!

আমাদের গৃহ আজি ধন্য আগমনে তব ;
ধন্য আজি হেথাকার তব ভ্রাতা ভগ্নী সব। ২।

*　　*　　*　　*

আমাদের ভারতের ছিল সেই একদিন!
কোথাও ছিল না জ্ঞানে, ধনে, মানে, সম তার।
আজি সে কাহিনী শুধু; হইয়াছে গ্রন্থে লীন!
তাহাই সম্বল ;—মোরা হারায়েছি সবি আর।
সে অপূর্ব্ব শিক্ষা নাই ;—সে ঘোর তপস্যা নাই ;
সে ক্রম-বিকাশ-ধর্ম্ম, হায়! কি রহেছে তাই ? ৩।

তোমরা শিখাও পুনঃ পূর্ব্ব শিক্ষা সে বিস্মৃত ;
উন্নতির পথে পুনঃ আমাদের চল ল'য়ে।
ঘুচাও করুণা করি অবস্থা এ জীবন্মৃত ;
আমাদের অন্ধকারে থাক গো আলোক হ'য়ে!
ঈশ্বর তোমার মত মহত মানব হিয়ে,
কুশলে রাখুন সদা আশীর্ব্বাদ বরষিয়ে। ৪।

১৩০৪। ২ মাঘ।



অভিমানী।

হৃদয় যদি কাতর হয়,
জীবন যদি নাহিক রয়,
তবুও আর কভুও নয়,
নিদারুণ এ খেলা।
সকল আশা দিয়াছি বলি,
কি আছে আর কিই বা বলি ?
ফিরিয়া তবে যাই গো চলি ;
এখনো আছে বেলা।

দিয়াছ যাহা, ফিরিয়া লহ ;
একটুখানি কণিকা স্নেহ ;
ভুলিয়া যেও ভুলিয়া যেও,
আজিকার এ কথা।

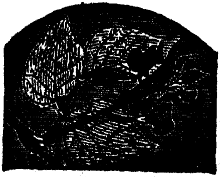
জানিও মনে নহেক প্রাণ
এতই নীচ, নিরভিমান,
যতটুকু সে পাইবে দান
ঘুচিবে তা'তে ব্যথা !

আপন হাতে আপন হিয়া
ফেলিতে পারি উৎপাটিয়া,
বারণ যদি নাহি শুনিয়া
বিপথ-পানে ধায়।
মধুর ওই বয়ানখানি,
দিনেক নাহি হেরিলে, জানি
অধীর হয় নয়নদ্বয়
নিবিড় পিয়াসায়!

শপথ তবু শপথ তবু
নাহিক আর দেখিব কভু;
দুহাতে আঁখি ফেলিব ঢাকি
ফিরাব মুখ কিবা।

অনলে লোহা গলিয়া যায়;
কে বলে তারে কঠিনকায়?
কঠিন যথা পরাণ সদা
পুড়িয়া নিশিদিবা।

১৩০৪। ৯ ফাল্গুন।



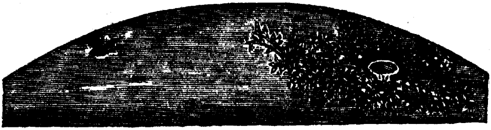
স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ভালো কি ভালো না, বৃথায় বল না
কেন, শুধাও বারম্বার ?
অন্তরে, বাহিরে, নাহি যদি মেলে,
আমি কি করিব তার ?
পাষাণ-প্রতিমা এতই কি ভাল ?
প্রাণের ধরমহীন !
অচল অটল সমান সদাই,
শীতে গ্রীষ্মে নিশিদ্দিন।

"কেন"—এ কথার আছে কি উত্তর ?
শুধাও একটীবার—
ওই প্রবাহিণী পারে না রোধিতে,
কেন স্রোত আপনার ?

কি অনন্ত বেগে কত কাল হ'তে
অযুত গ্রহের দল
চলে শূন্যপথে ;—বন্ধু একবার
দাঁড়াতে ওদের বল।
উন্মাদ বলিয়া হেসো না কেবলি,
মনে কি ভেবেছ সার,—
জীবনের গতি এত ইচ্ছাধীন ?
কে তবে পাগল আর ?
চির দীর্ঘশ্বাস গুরুভার যদি
হৃদয়ে বহিতে হয়,
শরীরের প্রতি শোণিতের কণা
হয় যদি অশ্রুময়,
সেও ভাল ; তবু বিনিময়ে তার
সুখ দুঃখ জ্ঞানাতীত—
জড়ের জীবন, নাহি চাহি তাহা ;
প্রকৃতির বিপরীত !

১৯শে মাঘ। ১৩০৪।



প্রত্যাখ্যান।

মানবের একখানি প্রাণ।
কেমন করিয়া চলে তবে ?
দেবতা তেত্রিশ কোটি চাহে যদি দান।
কারে অবহেলা করি'
কার হায়! রাখিব সম্মান ?

সকলেই নিজ নিজ খুলিয়া ভাণ্ডার,
দেখাইয়া ঐশ্বর্য্য অপার ;
কহিছে—"এ সকলি তোমার।
"তুমি যদি বিনিময়ে এর
"দান কর প্রাণ আপনার।

"এ অতুল ঐশ্বর্য্যের রাশি
"অমর করিয়া চিরদিন
"রাখিবে তোমায় ; দেহ তব
"কাল-গর্ভে হ'লেও বিলীন।"—

আমি যেন বিবাহের পাত্র একজন ;
চারিদিকে অগণ্য সুন্দরী।
বল কারে করিয়া বরণ
জীবনের চিরসাথী করি ?—

দেবতারা অভিমানী বড়,
জানা আছে শ্রীবৎস-চরিতে।—
"সুখ চেয়ে সুস্থ থাকা ভাল,"
বৈরী কারে চাহি না করিতে।—

আমার এ অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
ক্ষুদ্র হোক্ আমারি তা' থাক্।
ফুটে ছিল নীরবে কুসুম,
নীরবেই থাক্ ; ঝরে যাক্।

জগতের চক্ষের সমুখে
আবরণ করি অপসার,
আপনারে করিব প্রকাশ ;
সে ক্ষমতা নাহিক আমার।

১৩০৪। ৩রা চৈত্র।



তুমি রেখো।

তুমি রেখো,—তুমি রেখো মোরে
সম্পদে বিপদে সদা প্রভু!
যেখানেই রহি, তোমা হ'তে
দূরে যেতে দিও না ক কভু!
নিজেরে বিশ্বাস একতিল
করি না; জানি যে বেশ আমি
মানবের শক্তি কতটুকু?
কি না জান তুমি অন্তর্যামী!

দয়াময়-নামের তোমার
মহিমা বিশ্বাস শুধু করি।
এই যেন কোরো দীননাথ!
ভাঙে না এ বিশ্বাসের তরী।—
অমঙ্গল সম্ভব যেথায়,
তুমি সেথা বর্ষিও মঙ্গল।—
সম্পদে বিপদে তব নাম
চির মম রহুক সম্বল!

১৩০৪। চৈত্র।



জ্ঞান ও স্নেহ।

যাবে যে, তাহারে আর
কেন সাধ রাখিবার ?
যেতে দাও, যাক্ চলে তবে ;

সময়ের স্রোতে নীত
চির-হীন পরিচিত
দুটী প্রাণ মিলেছিল যবে,

ভেবেছিল কি তখন
সে প্রবাহ অনুক্ষণ
এক(ই) পথে এক(ই) সাথে র'বে ?

যাক্ কিবা ক্ষতি তায় ?
"কি তুমি বলিছ হায় !
কারে দিতে বলিছ বিদায় ?

ক্ষতি নাই ? তুমি তার—
কি জানিবে সমাচার ?
নহে, নহে—শুধু এ খেলাই !

সময় নিমেষে আসে,
দাগ তার হিয়া মাঝে
চিরকাল-তরে থেকে যায় !”

“বিস্মৃতি” কি অভিধান
অর্থশূন্য শুধু নাম
করে তবে মিছাই বহন ?

“সত্য হোক্, যদি হয় ;
কিন্তু কি কঠোরময়
ওই তিন-অক্ষর বচন !

বক্ষে সদা রাখি’ যারে,
তৃপ্তি তবু হয় না রে !
বুঝি শত সহস্র জনম,—

যারে দেখি’ দেখি’ দেখি’,
ক্লান্ত নাহি হয় আঁখি,
নিমেষে নিমেষে তৃষা বাড়ে,

এ কি কভু প্রাণ চায় ?
এত কি সহজ হায় !
সাধ ক'রে ভুলে যাওয়া তারে ?

দেখ বিশ্ব চরাচরে
এই ধর্ম্ম ঘরে ঘরে,
ভুলিতে কে চায় কোথা কারে ?

ওই পশ্চিমের পথে
সোণার মেঘের রথে
চলে আজিকার মত রবি ;

অধীন সে নিয়তির,
কিন্তু মন নহে স্থির,
হের তার বয়ানের ছবি !

ধরণীরো মুখে চোখে,
কি বিষাদ ওঠে জেগে ,
—সহসা বিলীন শোভা সবি !

জানিছে মিলিবে ত্বরা,
কি কাতর, কি কাতরা,
তবু দেখ দুজনার মন ;

ক্ষুদ্র নিমেষের তলে
অনন্ত মুহূর্ত্ত চলে,
কাল-চক্র কে ক'রে লঙ্ঘন ?

তাই ভালবাসি যারে,
চোখে চোখে রাখিবারে
সদা সাধ, সদা আকিঞ্চন !

অবিরত শত ফাঁসে,
অতি দৃঢ় নাগপাশে,
বাঁধিয়াও তৃপ্ত নহে প্রাণ।

একটু শিথিল হ'লে,
একটু আড়ালে গেলে,
কে জানে তাহার পরিণাম !

যে প্রবাহ আনিয়াছে
দূর হ'তে এত কাছে,
—চির তাহা থাক্ বেগবান্।"

আপন মনের মত
করে আশা অবিরত
দুর্ব্বল মানব সাধারণ।

আছে শ্বেত আর কৃষ্ণ,
সকলেরি দুই পৃষ্ঠ ;
দুই হয় করিতে গ্রহণ ।—

একেরে আনন্দে বরি',
একেরে উপেক্ষা করি',
নিশ্চিন্তে কে রয়েছে কখন ?

সাহস, দৃঢ়তা দিয়া
প্রস্তুত করিয়া হিয়া
যে জন রাখিতে সদা পারে,

পুষ্পবৃষ্টি, বজ্র আর,
সে জন দুয়েরি ভার,
—ক্লিষ্ট নাহি হয় বহিবারে !

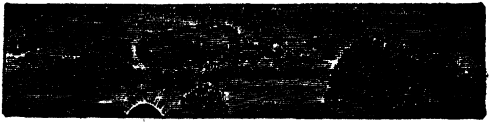
"বিষম এ শাস্ত্র-রণে
ক্লান্ত আমি তব সনে,
—এস দেখি স্নেহে কেবা হারে ?"

১৩০৪। ২১ মাঘ।

মানবের ভাগ্যলিপি মানবেরি লেখা।

স্রোতের তৃণের মত যেও না ভাসিয়া,
বর্ত্তমান নহে নহে উপাস্য নরের ;
কোরো না ভবিষ্যে ভুল, অদৃষ্ট ভাবিয়া,
সৃজিত সে তোমারই আপন করের।
তুমি যদি চাও তারে করিতে সুন্দর,
বর্ত্তমানে করিও না নিয়ন্তা আপন ;
জেনে রেখো সে কেবল তব অনুচর,
রাখুক তাহারে বশ তোমার শাসন।
উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি যে অশ্ব দুর্দমন,
সে নিজ ঈপ্সিত পথে চাহিলেও যেতে ;
তাহারে নির্দিষ্ট দিকে অবহেলে ল'ন
শিক্ষিত আরোহী, দৃঢ় অঙ্গুলী-সঙ্কেতে।
টেনো না সকল কাজে বিধাতারে একা ;
—মানবের ভাগ্যলিপি মানবেরি লেখা !

১৩০৫।



পথ।

'নানা মুনি নানা মত,'
জটিল ধর্ম্মের পথ,
    সত্য ঢাকা, মিথ্যা-আবরণে ;
একই পরমেশ্বরে
খণ্ড খণ্ড ভাগ করে,
    সৃষ্ট জীব, সৃজে লক্ষ জনে।—

প্রকৃতি যেমন যার,
সে তেমনি দেবতার
    নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে ;
যেটুকু ক্ষমতা যার,
করিবারে সুবিস্তার,
    সেই তাহা চায়, অন্য 'পরে।

যে হয় দুর্ব্বল জন,
অনুগত সর্ব্বক্ষণ
অপেক্ষায় সবল জনের ;
এইরূপে সৃষ্ট হয়
দলাদলি, বিশ্বময় ;
—ধর্ম্মে একি অধর্ম্মের ফের ?

সত্য, মানবের পাশে
মানবকে ল'য়ে আসে,
প্রেমের বাঁধন প্রাণে বাঁধে ;
কিন্তু শুধু ধর্ম্ম নানা,
এ মিলনে করে মানা ;
ঈশ্বরের সাধে বাদ সাধে।

সৃষ্টি আর সৃষ্টিকার,
কি সম্বন্ধ দুজনার,
তাহাও বুঝি না মোরা বড় ;
দিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম,
রচি শব্দ অভিধান ;
জ্ঞান, শক্তি, চৈতন্য ও জড়।

ইহা কিছু নহে আর ;
অনন্তের চারি ধার
মানব-মনের গণ্ডীদান ;
ক্ষুদ্র সাধারণ নরে,
পারিবে বল কি ক'রে
বৃহতের ধারণা ও ধ্যান ?

* * * * * *

ক্ষুদ্র কি বৃহৎ হ'তে
পারে না কো কোনমতে ?
—নিত্য এ দৃষ্টান্ত যথা তথা ;—
ক্ষুদ্র নহে অশ্রদ্ধার ;
—বৃহতের মূলাধার ;
—"ঐক্য" এই জেনো সত্য কথা।

ক্ষুদ্রের সহিত যবে,
ক্ষুদ্রের মিলন হ'বে;
তখনই জন্মিবে বৃহৎ ;

ভাঙা, গড়া, যোগাযোগ,
যে নামই তাদের হোক্,
—জগতেতে আছে দুটী পথ।

মিলন, বৃহত্ত-সেতু ;
বিচ্ছেদ, ক্ষুদ্রের হেতু ;
—ভেঙে ফেল বিচ্ছেদের ঘর ;
ত্যজি' যত কুসংস্কার,
কর সত্য সারোদ্ধার,
হ'তে সর্ব্ব ধর্ম্মের ভিতর।

যার যাহা আছে ধন,
খুলে ফেল আচ্ছাদন,
দাও সবে সম অধিকার ;—
সর্ব্ব তত্ত্ব সম্মিলনে,
আপনি হইবে ক্রমে,
নিত্য তত্ত্ব সূর্য্য আবিষ্কার !

১৩০৫ সাল।

নূতন রাগিণী।

শুধুই গাহিতে গান যদি গো! জনম মম,
তবে দেবি! গানে মোর দাও সেই স্থর,
যে স্থরে মৃতেরো প্রাণে অমৃত-লহরী বহে,
যে স্থরে জড়েরো করে অবসাদ দূর!

মরুতে জনমে তরু, পাষাণেতে বহে নদী,
অঙ্গার সে হ'য়ে যায় সহসা হীরক!
যে তীব্র উন্মত্ত স্থর তড়িৎ সঞ্চারি' দেয়
হৃদয় হইতে হৃদে, ফেলিতে পলক।

এমন করিয়া শুধু গতানুগতের মত
কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পনা-বধূর
সহিতে করিয়া খেলা, জীবন স্বপ্নের মত
করিতে চাহি না আর সমাপ্ত মধুর

আমি অগ্রসর হ'ব সত্যের ধরিয়া হাত,
সূর্য্যের রশ্মির মত কিরণ যাহার ;
নিখিল বিশ্বের সর্ব্ব স্বচ্ছ মুকুরের সম,
সবাই হেরিবে তাহে চিত্র আপনার।

ক্ষুদ্র যশ অপযশ থাকে ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে ;
—এ সঙ্কীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়া ;
কেবল আমারি তরে রেখো না অস্তিত্ব মম,
—আমারে অনন্ত-মাঝে দাও হারাইয়া।

ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মম দাও এক করি দেবি !
দাও যোগ করি দেবি ! হৃদয়ের তার ;
ওই ক্ষুদ্র তৃণগাছি, ওরো সুখ, ওরো দুখ,
—অনুভব করি যেন আত্মায় আমার !

১৩০৫।



মায়াবাদীর উক্তি।

নিয়ত মোহের চক্রে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত,
হায় ! ভ্রান্ত নর !
তথাপি এ শতজন্মে, বিতৃষ্ণা কি জন্মিল না,
তাহার উপর ?
শুধুই অতৃপ্তি, দুঃখ, শুধুই নিরাশা, তাপ,
শুধু হাহাকার ;—
করিয়াছ সার তাই ; বিনিময়ে তোমারও
অমূল্য আত্মার !
কত ক্ষুদ্র এ জনম ! হায় ! কেন তারি তরে
এতেক বাঁধন ?
সময় ফুরাবে যবে, কতক্ষণ যা'বে বল
করিতে ছেদন ?

তার পর নব জন্মে করিবে প্রবেশ যবে,—
সম্বন্ধ নবীন—
পাতিবে তাদের সাথে, এ জন্মের স্মৃতি যত
জন্মান্তে বিলীন !
মানব-জনম এই ; জল-বুদ্বুদের মত
ক্ষণিকে মিলায় ;
শুধু ভ্রান্তি ! মরুভূমে যেন মরীচিকা, কিম্বা
স্বপনের প্রায়।
মানব জীবনই শুধু নহে ভ্রান্তি, মোহময় ;
জগতো এ তাই ;
নিয়ত পরিবর্ত্তন ; এই রহিয়াছে যাহা,
এই তাহা নাই।—
ফলে, পুষ্পে, শ্যাম পত্রে, হের সবে নব নব
শোভা ধরণীর ;—
একটী অঙ্গুলী, তার পরিমাণ ; এর বেশী
নহে সে গভীর।
ভিতরে সহস্র ক্রোশ মৃত্তিকার স্তূপ-রাশি,
কঠিন, কর্কশ !
নাই সেথা, হেথাকার চিত্ত-আঁখি-মুগ্ধকর
গন্ধ, রূপ, রস।—

আর এও জেনো মনে, ওই মৃৎধর্ম্মী, এই
মানব-শরীর ;
ভিতরে কঙ্কাল-রাশি, চর্ম্ম-মাংস-আবরণে
ঢাকা সে বাহির।
মায়ার এ মন্ত্রপূত তূলিকার রেখা শুধু
উপরে প্রকাশ !
সহস্র প্রমাণে নর তবু ভুলি' থাকে সদা,
—হায় ! মোহ-দাস !

১৩০৪।



বিশ্বের হৃদয়-যন্ত্র।

প্রথম বহিছে আজি হেমন্ত-সমীর,
ধীরে, আত্মীয়ের মত ফিরে চারি পাশ;
স্পর্শে তার কণ্টকিয়া উঠিছে শরীর;
হৃদয় ব্যাপিয়া ফেলে বিষাদ, উদাস।

অতি ক্ষীণ, ক্রন্দনের স্বর যেন কাণে
পশিছে, সমীর-স্বরে; প্রতিধ্বনি তার—
ধ্বনিছে পরাণে যেন; কোথা কোন খানে
কাঁদিছে কে?—কি ব্যথা বেজেছে বুকে কার?

আমারি হৃদয় একা সে স্বরে বিকল
নহে। হের, দেখ চেয়ে, সমস্ত প্রকৃতি
শ্রীহীনা, মলিনমুখী, বিষণ্ণ, বিহ্বল!
মনে প'ড়ে যেন কোন্ অতীতের স্মৃতি,—

চোখে আসে জল, প্রাণে বল আসে টুটে' ;
মেটে নাই যে পিপাসা তারি হাহাকার
মথিয়া জীবন মন ওঠে যেন ফুটে' ;
শূন্যতা ভরিয়া যেন উঠে চারি ধার।

জড় প্রকৃতির সনে মানবের মন,
চির যুগ জন্ম ধরি' এক ডোরে বাঁধা ;
কেহ পর নয়, দোঁহে নিতান্ত আপন ;
দোঁহার হৃদয়, এক রাগিণীতে সাধা।

সুখে দুঃখে দুজনায় নিত্য পাশাপাশি ;
একই ব্যথা দুজনার বেজে ওটে প্রাণে ;
একই হর্ষে দুজনার ফুটে ওঠে হাসি ;
—চিরদিন চেয়ে, দোঁহে দুজনার পানে।

কে গো সে, অলক্ষ্যে বসি' দুজনার প্রাণ
বাঁধি' দিল এক সূত্রে, মায়ামন্ত্র পড়ি' ?
কোথা সে অমর যন্ত্রে রাগিণী মহান্
ধ্বনিয়া তুলিছে কে গো চিরদিন ধরি'—

নব নব স্বরে? প্রাণে, তালে তালে তার
নব নব জেগে ওঠে ভাব, দুজনার।—
কখনো গৌরব-দৃপ্ত স্বর, সে বীণার;
উদ্বেলিত করুণায়, কখনো আবার;

কখনো আনন্দধ্বনি; কখনো বিলাপ;
বাজিছে, সে মহাযন্ত্রে বিরাম-বিহীন।
নহে ইহা কল্পনার অসার প্রলাপ;—
ওই বীণাস্বর, স্তব্ধ হইবে যে দিন,

বাদনে হইয়া শ্রান্ত, লক্ষ যুগ ধরে',
যেক্ষণ হ'বেন ক্ষান্ত, বিশ্রামের লাগি'
বাদক ইহার,—হ'বে নিমেষ ভিতরে
মুদ্রিত, মৃত্যুর কোলে ব্রহ্মাণ্ডের আঁখি!

১৩০৪।



সখা সাবধান।

(কোনও জার্ম্মাণ কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে
অনুবাদিত।)

(১)

"জানি আমি অতি রূপসী বালারে এক।"
"সখা, সাবধান !
বিশ্বাসঘাতী ; হৃদয়ের সাথী ;
কি সে হ'বে এর মাঝে,
জেনো, জেনো, খুব সংশয় তার আছে !
সখা সাবধান !
করিও না হায় ! বিশ্বাস তা'য় ;
ভুলায়েছে তোমা', ভুলায়েছে তোমা'
—নিদারুণ ছলনায় !"

(২)

"দুটী আঁখি তার কোমল মধুর কিবা!"
"সখা, সাবধান!
মরম ভেদিয়া, হৃদয় বিঁধিয়া,
চাহিয়া আঁখির আড়,—
সরলতা ভানে ফিরায় পুনর্ব্বার!
সখা, সাবধান!
করিও না হায়! বিশ্বাস তায়;
ভুলায়েছে তোমা', ভুলায়েছে তোমা',
—নিদারুণ ছলনায়!"

(৩)

"সুন্দর তার সোণালী, চিকণ কেশ!"
"সখা, সাবধান!
আরো সে যতই, সুধার মতই,
কাহিনী তোমায় বলে;
জেনো তাহা মাখা মিথ্যার হলাহলে!

সখা, সাবধান !
করিও না হায় ! বিশ্বাস তায় ;
ভুলায়েছে তোমা', ভুলায়েছে তোমা',
—নিদারুণ ছলনায় !"

(৪)

"আহা ! সে বক্ষ তুষার-শুভ্র কত !"
"সখা, সাবধান !
নিজেই সে তার কথা মহিমার,
ভালরূপে জানে মনে ;
সৌন্দর্য্য নিজ বাড়ায় পরাণ-পণে !
সখা, সাবধান !
করিও না হায় ! বিশ্বাস তায় ;
ভুলায়েছে তোমা', ভুলায়েছে তোমা',
—নিদারুণ ছলনায় !"

(৫)

"দিয়াছে সে মোরে শোভন মাল্য গাঁথি !"
"সখা, সাবধান !
নির্ব্বোধ যথা, ভুল করে সদা,
হীরা ও স্বচ্ছ কাঁচে ;
দৃষ্টান্ত সেই তুমিও লও বা পাছে !

সখা, সাবধান !
করিও না হায় ! বিশ্বাস তা'য় ;
ভুলায়েছে তোমা', ভুলায়েছে তোমা',
—নিদারুণ ছলনায় ।"

১৩০৫ ।

English
by
Longfellow.



প্রেমের সমাধিস্থান।

(অনুবাদ।)

রমণী। ভালবাসা ত্যজে যদি কায়,
(সম্ভব যা নিকটে তোমার) ;
বল তবে হে কবি ! আমায়,
সমাধির স্থান কোথা’ তার ?

কবি। ভালবাসা রচিবে শয়ন,
জনমিয়া ছিল সে যথায় !
অবিশ্বাস কোরো না কখন,
বালিকা, এ কথা অবজ্ঞায়।

যদিও এ কল্পনা আমার,
করিতেছি আমি অনুমান ;—
বক্ষ-মাঝে হইবে তোমার
প্রেমের নির্দ্দিষ্ট গোরস্থান !

লেখা র'বে উপরে তাহার
দুটী ছত্র ; পড়িবে সবাই ;
"একালে ছিল যে আমার,
—"ভালবাসা ঘুমায় হেথায় !"

Coleridge. ১৩০৫।





প্রবাসিনী মাতা।

(অনুবাদ।)

(১)

যদিও রে শিশু ! তুমি
অন্যের নয়নমণি ;
একবার তবু ওরে ডাক্ মোরে মা বলিয়া !
কচি মুখখানি তোর,
চাহনি ও মনোহর
হেরিয়া, মায়ের হৃদি উঠে মম উথলিয়া !

তোমারে রাখিয়া ঘরে,
খাটিতে জীবিকা তরে,
গেছে চলি' বহুদূরে, নিজের সে মা তোমার!
সমবয়সীর সাথে,
ওই তরুতলে মাঠে,
খেলিছে, চাহিয়া দেখ্, দিদি তোর আপনার।

দুখিনীর হিয়া মম,
তিয়াসায় তৃপ্তি সম
কি সুখ, কি শান্তি ঘন, লভে তবে নিরবধি।
—একটী ঘটিকা শুধু মা তোমার হই যদি!

(২)

বহুদূরদেশ হ'তে
এসেছি সমুদ্রপথে ;
ফেলিয়া এসেছি সেথা একটী শিশুরে আমি ;
সুদূর সে অতিদূর ;
কত দেশ ও সিন্ধুর
ব্যবধান হেথা হ'তে সংখ্যা তার নাহি জানি।

আয় বাছা! কাছে মোর;
আমি অরি নই তোর;
ওই কচি তনুখানি আমি বড় ভালবাসি;
নই রে অপরিচিতা,
ভুলে গেলি এখনি তা?
কাল তোর মার সনে সেই যে কুটীরে আসি'
তোরে লয়েছিনু বুকে;
চুমেছিনু চাঁদ-মুখে;
খেলানা গড়িয়া, তোর দিয়াছিনু কচি হাতে;

আহা! কি সুন্দর তুই!
কাননে গোলাপ যূঁই
শত শত আছে ফুটি';—তুলনা কি তোর সাথে?

(৩)

আয় বাছা! মিলি দুয়ে,
এইখানে থাকি শুয়ে;
তুই যেন শিশু মোর, আমি যেন মা তোমার।

আমারি বুকের ধন
রো'স তুই অনুক্ষণ ;
করিস্‌নে ভয় ; তোর আমিও যে আপনার !

তুই মোর,—তুই মোর ;
—মিছা এ নয়ন-লোর—
বহিছে আমার ;—তোর হ'বে নাকো অকুশল।

যে দিন ত্যজিয়া গেহ,
ত্যজি' দয়া, মায়া, স্নেহ,
এসেছিনু চলে,—হায় ! বিদায়ের অশ্রুজল
শিশুরে করিয়া কোলে
ফেলেছিনু অবিরলে !
সখী মম নিরখিয়া বাধা দিয়েছিল তায় ;
"শিশুরে কোলেতে রাখি'
"বর্ষিতে দিওনা আঁখি ;
"শুভ কভু নহে ইহা !" বলেছিল সে আমায়,
—না, না, কিছু নাই সত্য ; কভু তার এ কথায়।

(৪)

আমার বিরহে, মম
সন্তান সে প্রিয়তম
অবিরত দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে, কাঁদিবে আর।
জানি না কি শেষ কালে
তাই আছে এ কপালে ?
—হারাবে হারাবে প্রাণ শৈশবেই সে আমার !

সে আমার দিন দিন
হইয়া যেতেছে ক্ষীণ ;
কখন্ পড়িবে ডাক্ ;—তারা বুঝি ভাবে তাই ?
আহা ! তার, তোরি মত
ছিল হাসি মধু কত !
প্রফুল্ল অধরপুট,—তোরি মত পুষ্ট কায়।

চতুরতা, চপলতা,
চাহনিও,—কিছু কোথা
ভিন্ন ভেদ নাই যেন, তোমাতে, তাহাতে আর।

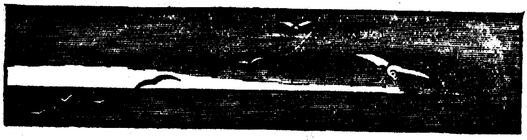
আহা! যদি ভগবান্
রাখেন তাহার প্রাণ,
হেরিব নয়নে আমি সে বয়ান পুনর্ব্বার!

(৫)

সুকুমার শিশু ওরে!
আমি দেখিতেছি তোরে
আশা, হর্ষ, সন্তোষের ছবি,—মাতৃহিয়া মাঝে!
তুমি কাহার না প্রিয়?
তোর তরে প্রকৃতিও
অসীম মাধুরী যেন বিছাইয়া রাখিয়াছে!

আমার সে প্রাণাধিক,
তুই তারি চিত্র ঠিক;
তারি সুমধুর নামে তোরেও ডাকিব সদা।
দীর্ঘ প্রবাসের পরে,
ফিরে যবে যাব ঘরে,
কহিব তাহারে তোর কত গল্প, কত কথা!

Wordsworth. ১৩০৫।



সে যেন না পায় পরিত্রাণ :

(১)

"কাপুরুষ, কৃতঘ্ন, পামর !"
জলহীন শুষ্ক দুনয়ন
ধক্ ধক্ উঠিল জ্বলিয়া।
গর্জ্জি' ওঠে ফণিনী যেমন
কেহ তারে যাইলে দলিয়া,
বক্ষঃ নিজ সজোরে চাপিয়া
দুই হাতে, পাছে ভেঙে যায়
ছিন্ন ভিন্ন শতধা হইয়া
সে প্রচণ্ড মত্ত ঝটিকায় ;
সহসা সে উঠিল কহিয়া,
"কাপুরুষ, কৃতঘ্ন, পামর !

সমস্ত জগত, যে নয়নে
ঢেকেছিল অন্ধকার-তলে,
পুনঃ তাহা হ'ল ক্রমে ক্রমে
উদ্ভাসিত, প্রতিহিংসানলে।

কল্পনার বিষপাত্র তার,
করাল কৃপাণ খরধার,
যত কিছু মৃত্যু-যন্ত্র আর,
রাখিল সে তুলিয়া এখন।
অন্তর ভেদিয়া, ওষ্ঠপুটে
"প্রতিশোধ" ধ্বনিল ভীষণ!

বিবর্ণ বয়ানে ক্রমে তার
স্বাভাবিক বর্ণ এল ফিরে;
তীব্র অভিশাপ-সুখে ভরা
ফুটিয়া উঠিল হাসি ধীরে।—
সে হাসির কি জান তোমরা
গোপন গভীর মর্ম্মবাণী!
সকল বিশ্বের রাজা সেই
জানেন কেবল অন্তর্য্যামী।

শয্যাতলে উঠিয়া বসিয়া,
জানু পাতি, যোড় করি কর,
করিল সে প্রাণময় স্বরে
গভীর প্রার্থনা, তার পর।
কহিল সে "হে আমার প্রভু!
"হে সবার প্রভু বিশ্বনাথ!
"তোমার নিকটে যদি কভু
"নাহি পিতা! থাকে পক্ষপাত,

"তুমি কর বিচার ইহার,
দোষীরে করহ দণ্ডদান;
জঘন্য হেয় এ প্রতারক,
"যেন নাহি পায় পরিত্রাণ!

"নরক-সন্তান হ'য়ে যেই
করেছিল দেবতার ভাণ,
ন্যায়-বিচারের কাছে তব,
সে যেন না পায় পরিত্রাণ!

"প্রাণ লয়ে পুত্তলিকা-ক্রীড়া !
বিশ্বাসের বোঝেনা যে দাম,
তোমার সত্যের দণ্ড হ'তে
সে যেন না পায় পরিত্রাণ !

"শত জন্ম পবিত্র স্নেহের
পায়নি যে জন আস্বাদন,
কপট সে ছলগ্রাহী, যেন
পরিত্রাণ পায় না কখন !

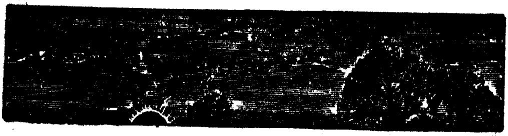
"নরকের বহ্নি, সদা তার
জ্বলুক্ প্রস্তর-হিয়া-মাঝে !
অশান্তি ও নিষ্ফলতা, যেন
বিরাজে তাহার সর্ব্ব কাজে !"

(২)

"লীলা ! লীলা ! একি দেখি হায় !
কি হ'য়েছে বোনটী আমার ?"
শুধাল সোৎসুকে উরমিলা,
আসিয়া নিকটে ;—দিদি তার।

শুষ্ক চক্ষু ভরিয়া উঠিল ;
প্রবাহ রুধিয়া প্রাণপণে,
প্রকৃতিস্থ করি আপনারে,
কহিল সে সহজ বচনে,
চাহিয়া বয়ান ভগিনীর ;
"কিছুই এমন বেশী নয় ;
অদৃষ্টের মেঘরাশি মম
পরিষ্কৃত আজি নিঃসংশয় !"

জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৫ সাল।



ভিখারী।

(অনুবাদ)

জ্বলন্ত অগ্নির চারি ভিতে
বসি’, এক হেমন্ত-নিশিতে,
কৃষকের পুত্র কন্যাগণ
চিন্তাহীন প্রফুল্লিত চিতে
রহস্যেতে ছিল নিমগন।

সহসা শ্রবণে তাহাদের
কুটীরের আবদ্ধ দ্বারের
মৃদু মৃদু পশিল আঘাত ;
অতি ক্ষীণ করুণ স্বরের
সাথে,—এই সঙ্গীত-নিনাদ ;—

"জলীয় ভূমির 'পর দিয়া
শীত বায়ু ফিরিছে বহিয়া।
—দারুণ তুষার-পৃক্ত বায়!
সমুখে পর্ব্বত দাঁড়াইয়া।
—নাহি হেথা আশ্রয় কোথায়।

"বয়সেতে ক্ষীণ আঁখি-আলো,
পথ ঘাট চিনিনাকো ভালো।
"আর এই শত ছিন্ন বাস
বাঁচাইবে কতক্ষণ বলো,
—হ'তে ক্রূর হিমানীর গ্রাস ?

"পারে না এ কম্পিত চরণ
দেহ আর করিতে বহন।
স্পন্দহীন, অসাড় হৃদয়।
গড়িতেছে সমাধি-শয়ন,
আমার ;—তুষার-কণা-চয় !

"আতিথ্য-বৎসল গৃহদ্বার,
হে গৃহস্থ ! খোল গো তোমার।
—প্রচণ্ড বহিছে শীত বায়।
ত্রস্ত আমি, ক্লান্ত অতি আর,
জলাভূমি উত্তীর্ণ হওয়ায়।"

চলিল কৃষক দ্রুত, দ্বারে,
বসাইল অনলের ধারে,
আনি, শীতে অর্দ্ধ মৃতপ্রায়
দুর্ব্বল সে ভিখারী জনারে,
বিবর্ণ বয়ান, কম্প্র কায়।

শিশুরা আসিয়া কাছে, তার
করদ্বয় শীতল—তুষার
লাগিল উত্তপ্ত করিবারে।
সত্বরে, গৃহিণী দয়াধার,
সুখাদ্য আনিয়া দিলা তারে।

হেরি দয়া, হ'লো পুলকিত,
ভিখারীর অবসন্ন চিত।
অশ্রুবিন্দু কৃতজ্ঞতার
বহিল, কপোলে বিকুঞ্চিত।
—সরিল না বাক্য মুখে আর।—

শিশুরা ফেলিল দীর্ঘশ্বাস।
থেমে গেল হাস্য পরিহাস।
অধিক আনন্দ অভিনব
(কারণ যদিও অপ্রকাশ)
করিল তাহারা অনুভব!—

Aikin. ১৩০৫।

এই সাধ মনে।

(সঙ্গীত।)

এই সাধ মনে :—
তোমার অমৃত নাম বিলাব অনাথ জনে।—
তোমা হ'তে দূরে দূরে
ভ্রমে যারা ঘুরে ঘুরে,
নিরাশ আঁধার মাঝে বিপথে বিষয়-বনে।
তোমার প্রেমের আলো
ধরিব সে আঁখি পরে,
তোমার অভয় বাণী
শুনাব মধুর স্বরে।
তোমার শান্তির কোলে
লয়ে যা'ব সাথে ক'রে
তোমার স্নেহের সুধা পিয়িব সবার সনে।—

১৩০৩ সাল।



উঠ্‌লো তারকাকুল।

(সঙ্গীত।)

১ সখী—উঠ্‌লো তারকাকুল, হাস্‌লো শশী
গগন গায়।—
কাননে ফুট্‌লো ফুল, ভাস্‌লো ধরা
জ্যোছনায়।—
আকুলি' দিশি দিশি, বইল সুবাস
মলয় বায়।
ওইলো রূপসী-নিশি নেমে আসে
পায় পায়।
২ সখী—আয় লো কাননে সই! যাই লো চল্
দুজনায়।

তুল্‌বো ফুল ভ'রে ডালা,
মনের সাধে গাঁথ্‌বো মালা;
সাজাব ফুলে ফুলে হৃদয় খুলে, ফুলের রাণী
ললিতায়।—

ফুলের সাজে, ফুলল সাঁঝে
চাঁদের আলোয় ফুলের মাঝে
খেল্‌তে আজ ফুলের খেলা
সাধ যায়।

১৩০৩ সাল।



উত্তর প্রত্যুত্তর।

(সঙ্গীত।)

(১)

নায়িকা। (সখীর প্রতি।)

দে লো! সজনি মনোহর বেশে সাজিয়ে;
এ অপরূপ রূপরাশি ওলো।—
আন্ লো তুলিয়ে কানন খুঁজি' খুঁজি'
সৌরভ-বাসিত ফুল্ল ফুলদল।—

নিয়ে, আন লো হীরা মণি মুকুতা ভূষণ,
স্বর্ণ-খচিত নীল সুন্দর বসন,
—দে লো সজনি ! সাজিয়ে।—
রাঙা, চরণ দুটী এ লোহিত রাগে,
হেরি', কার না মরিতে বাসনা জাগে ?
যখন, যাইব চলিয়া ত্বরিত গমনে
মুখর নূপুর বাজিয়ে !
আধ, ঘোম্‌টা খুলিয়া, মু'খানি তুলিয়া,
নয়নের কোণে চাহিয়ে।

(২)

নায়ক। (নায়িকার প্রতি।)
আহা মরি কত সুন্দর তুমি !
মোহিত চিত, নেহারি'।
চাহ ফিরে, চাহ ফিরে সখি অয়ি !
—আমি প্রেমভিখারী।
এসেছি ধরা দিতে প্রেমপাশে তব,
হৃদয় প্রাণ মন লহ গো লহ সব ;
আপন প্রাণ দিয়া কিনিয়া লহ মোরে।

চির জীবন তরে হৃদয়-কারাগারে
রাখ,— সাধের বন্দী করি আমারে,
দুখানি, ললিত মধুর বাহুর ডোরে।—
বল গো মধুর স্বরে, শুনি,
"আমি তোমারি।"

(৩)

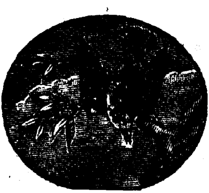
নায়িকা। (নায়কের প্রতি।)
এ যে খেলা শুধু, কিছু নহে আর।
তাহা, বুঝিলে না তুমি, কি দোষ আমার!
শুন তবে বলি পরকাশি,
আমি সখা! শুধু ভালবাসি
রূপের তরঙ্গরাশি তুলিয়া
হৃদয়, যাইতে চলি দলিয়া।
প্রেম নয়, প্রাণ নয়, এ অন্তর শূন্যময়,
শুধু, জেগে আছে রূপ, লয়ে অভিমান আপনার!

(৪)

নায়ক। (নায়িকার প্রতি।)

বড় কঠিন, হায়, কঠিন কি প্রাণ তোমার !
গরলে মাখা অমিয়াধার।
পরের আঁখি-জলে,
হৃদয় নাহি গলে,
অধরে আসে হাসি, গরবে ভাসে বুক !
বিজয়-বিভা হায়, ছায় ও বিধুমুখ !
—বোলো না,—বোলো না, সখি ! আর।

১৩০৪ সাল।





থাম, থাম, গেয়োনাক আর।

থাম, থাম গেয়োনাক আর।
বাহিরের এ প্রশান্ত রাগিণীর সাথে
মিলিছে না ও সুর তোমার।—
হেথায় সকলি চারিদিকে
হাস্যময়, সুন্দর, শোভন।
তোমার হৃদয়-বিষ দিয়া
কোরো না, কোরো না আচ্ছাদন।
কে তুমি? আছে বা কতখানি
তোমার নির্দিষ্ট অধিকার?
এত টুকু সহ-অনুভূতি
চাহ তুমি নিকটে কাহার?

তীক্ষ্ণ ওই বেদনার স্থর
বিঁধিবে কাহারে তীর সম ?
কে বুঝিবে কত তীব্র জ্বালা,
সাথে ওর আছে সংগোপন।—

১৩০৪ সাল।



শান্তির নিকট হ'তে।

(অনুবাদ।)

শান্তির নিকট হ'তে বিদায় চাই গো অয়ি
বিষাদিনী হৃদয় আমার !—
আনন্দের দিনগুলি অতীত, অতীত তব ;
—নিত্য বাড়ে দুঃখের আঁধার।
নেহার, সন্ধ্যার ছায়া ত্বরিত গতিতে কিবা
ছেয়ে ক্রমে ফেলে চারিধার।
আসিছে সুদীর্ঘ নিশা ; কে জানে কে জানে হায় !
কোথাও কি শেষ আছে তার !
সূর্য্য অস্তে গেছে চলে ; নিসর্গের সজীবত্ব
সঙ্গে নিয়ে গেছে আপনার।—

বহিয়া যাইবে যুগ মাঝখানে ; হেথা তার
ফিরিয়া আসিতে পুনর্ব্বার !

* * * *

অশান্তির নিকেতন চির নিশিদিন ধরি'
প্রেমিক যে হৃদয় তাহার !
অভিভূত, আত্মহারা, আনন্দে যেমন তর ;
—প্রবল তেমনি দুঃখভার।
উল্লাসে মগন যেন সর্ব্ব চরাচর, যবে
পাই তারে নিকটে আমার।
ইহাও তখন হায় ! একেবারে যাই ভুলে,
—তারে আমি হারাব আবার।—
যখন হারাই তারে, চারিদিকে হেরি চোখে,
উচ্ছলিত শোকের পাথার !
আর সেই মুখখানি হেরিব না কভু, ভাবি'
ঝরে চক্ষে অশ্রু হতাশার !

Cowper. ১৩০৫। আশ্বিন।



সিন্ধুর হৃদয় ভরা—

(অনুবাদ)

জর্ম্মাণ কবি Heinrich Heine-এর কোন কবিতার
ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

সিন্ধুর হৃদয় ভরা, মুকুতা, মাণিক ;
তারকায় শোভিত আকাশ।
আমার হৃদয় কিন্তু হৃদয় আমার—
চির-মধু-প্রেমের আবাস!
স্বরগ উদার বটে সাগরো উদার ;
তা চেয়ে উদার হিয়া মম।
তারকা, মুকুতা চেয়ে এ প্রেমের জ্যোতিঃ
শতগুণে নাশ করে তম!

রূপসী বালিকা অয়ি! এস তুমি মম
মহৎ এ হৃদয়-মাঝার।
স্বরগ, সমুদ্র আর হৃদয় আমার—
প্রেমেতে হইবে একাকার!

English
by
Longfellow.

১৩০৫। আশ্বিন।





অয়ি হেমলক্ তরু !

(অনুবাদ)

কোন জর্ম্মাণ কবিতার ইংরাজী
অনুবাদ হইতে।

অয়ি হেমলক্ তরু, আহা তুমি সুখী কিবা !
কত ভক্ত শাখারা তোমার।
নিদাঘে ও শীতে কিছু ভেদ নাই,
শ্যাম কিসলয়ে সাজায় তোমায় ;
আহা তুমি কিবা সুখী তরুবর !
—কত ভক্ত শাখারা তোমার।

মোহিনী কুমারি অয়ি ! হায় কি বিশ্বাসঘাতী
মনোহর ও বক্ষ তোমার !

সম্পদের সাথে প্রেমেরো কি হ্রাস ?
একি সত্য কথা কিম্বা উপহাস !
—হায় কি বিশ্বাসঘাতকতা জানে
মনোহর ও বক্ষ তোমার।

ওই কুহরিছে পিক বসি শিরীষের ডালে।
—তোমারি ও যোগ্য উপমান !
কি মধু ক্ষরিছে ওর মধুস্বরে !
কেনা জানে, কিন্তু কয় দিন তরে ?
বসন্তেরি সাথে বিস্তারিবে পাখা।
ওই তব যোগ্য উপমান !

প্রান্তর তটিনী ওই, উহারে জানিও তব
নিখুঁত মুকুর, ছলনার।
কূলে কূলে ভরি ওঠে বরিষায় ;
একটু আতপ না লাগিতে গায়—
তার পরে ক্রমে শুখাইয়া আসে।
—তোমারি মুকুর ছলনার !

English
by
Longfellow. ১৩০৫।



কোন মুগ্ধা নায়িকার উক্তি।

"In peace, Love tunes the shepherd's reed ;
In war, he mounts the warrior's steed ;
In halls, in gay attire is seen,
In hamlets, dances on the green.
Love rules the court, the camp, the grove,
And men below, and saints above ;
For love is heaven, and heaven is love."

Scott.

আমার সকল অভিমান
হায় সখা ! গিয়াছে ভাসিয়া !
আমার মনের স্বাধীনতা
একেবারে লয়েছ কাড়িয়া !

লোকে বলে সর্পের মতন
নিদারুণ খল তুমি অতি।
তবু সখা! হৃদয়ের মম
কিছুতে ফিরাতে নারি গতি।

সত্যই কি মন্ত্র তুমি জান!
কিসে তুমি ভুলালে আমায়?—
ভুলালে, ভুলালে যদি নাথ!
কেন দগ্ধ কর বেদনায়!—

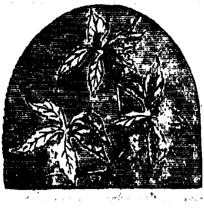
তোমার দুখানি করে ধরি,
আমারে ছলনা কোরোনাকো।
ভাল যদি নাহি বাস, কেন
অমন করিয়া চেয়ে থাকো?

ভাল যদি বাস, কেন তবে
এমন কঠিন তব প্রাণ?
স্বার্থপর ভাবিতে তোমায়
বুক যেন হয় শতখান!

আমি কিছু শুধাবনা আর।
        হে সখা! মিনতি এই রাখো;
দারুণ যন্ত্রণাময় প্রাণে—
        আমারে জীবিত রেখোনাকো।

প্রথম মিলন-দিনে মোরে
        আদরে যে দিয়েছিলে ফুল,
তোমার স্বকর-অস্ত্রাঘাত
        ভাবিব তাহারি সমতুল!

১৩০৫। শ্রাবণ।



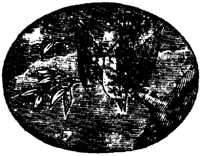


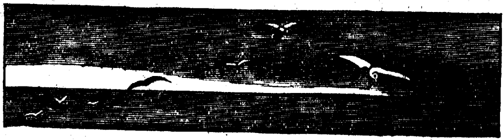
মিলনে ও বিরহে।

মিলনে সময় লঘু-পাখা,—
কোথা দিয়ে ত্বরা চলিয়ে যায় ;
কে জানে বরষ, ঋতু, মাস,
জেগে থেকে কাটে স্বপন প্রায়।
একখানি হাসি, মুখ একখান,
একটু অশ্রু, কভু অভিমান,
এই ছাড়া যেন বিশ্ব নিখিলে
নাহি থাকে আর কিছু কোথায়।

বিরহ,—সময়-বিহগের
পক্ষ দুখানি ছেদিয়া দিয়া,
নিরমম প্রহরীর সম
রাখে তারে দ্বারে বসাইয়া।
দুটী দিন, তাও নাহি কাটে যেন,
মনে হয় বলি শতযুগ হেন,
কত সন্দেহ, ভয়, নিরবধি
রাখে আকুলিত করিয়া হিয়া।

১৩০৪। ২রা ফাল্গুন।





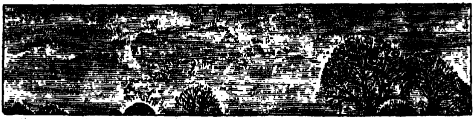
মৃত্যু।

নহে মৃত্যু দুদণ্ডের অতিথি কেবল
আমাদের দ্বারে।
নিত্য সঙ্গী ; অতুলন প্রভাব তাহার
জগত সংসারে।
এ দেহ বিক্রীত শুধু নয় তার পদে,
যত কিছু সবি।
স্বহস্তের চিহ্নাঙ্কিত, সবেতে মুদ্রিত
তারি ছায়া-ছবি!
ঋণী মোরা কত জন্ম, কত কাল যেন
আছি কাছে তার!
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত চলি' যায় জীবনের,
শোধিতে সে ধার!

আনন্দ, বিশ্বাস, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, আশা,
উচ্চ বৃত্তিগুলি,
ফুটে ওঠে পুষ্প সম হৃদয়-কাননে,
সৌরভে আকুলি';
একে একে ঝ'রে পড়ে, বৃন্ত হ'তে টুটি';
—মরে যায় তারা;
কঠোর পরশে তার শুখাইয়া আসে
নির্ঝরের ধারা!
তার পর অবশিষ্ট পড়ে থাকে যাহা,
তুচ্ছ দেহ খান,
তাহার চরণোপান্তে সে জন্মের মত
সর্ব্বশেষ দান।—

১৩০৫। কার্ত্তিক।





মৃত্যু-সঙ্গীত।

“Yet, lurks a wish within my breast
For rest—but not to feel ’t is rest.
Soon shall my fate that wish fulfil :
And I shall sleep without the dream
Of what I was, and would be still,
Dark as to thee my deeds may seem
My memory is but the tomb
Of joys long dead ; * * * ”

Byron.

(১)

আয় মৃত্যু, আয়!
অমৃত-পরশ হস্ত তোর
সঞ্চালিত কর সর্ব্ব কায়।



By G. N. Mukherji & Bros. From a Painting.

এ নির্জ্জন সন্ধ্যা-তলে
শান্ত এ নদীর জলে
চুপি চুপি খুলি স্বর্গ-দ্বার
নেমে আয় নিকটে আমার।
আমি কিছু ভয় করিব না;
সখা বলি ডাকিব আদরে
সখা বলি আলিঙ্গিব তোরে।

(২)

সূর্য্য অস্তে গেছে কতক্ষণ!
বিষণ্ণ রাঙিমাটুকু তার
গলিয়া মিশিয়া নদী-জলে
ছিল যেন হ'য়ে একাকার।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়ায়
সে রাঙিমা আসে মিলাইয়া;
করুণা-প্রলেপে যথা যায়
হৃদয়ের বেদনা চলিয়া।

এই শান্ত নদীর উরসে,
এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যার মতন,
উদার করুণ ছবি তোর,
মনেতে উঠিছে জেগে মোর ;
তাই তোরে করি আবাহন !
আয় মৃত্যু, আয় !

(৩)

সান্ধ্য বায়ু ধীরে ব'য়ে যায় !
কি মধুর পরশ উহার !
ওরি স্পর্শে মরিবারে চায়
কুসুমেরা, খনি সুষমার ;
বিবশ আপন-হারা হ'য়ে।
কি মোহিনী জানে ও না জানি !
কি গান ও ভ্রমে গেয়ে, গেয়ে ?
বুঝি তোরি গান !

'তুমি কত প্রেমের নিলয়
তুমি কত সুন্দর মহান্!'
তাই বুঝি করিছে বর্ণন ?
প্রাণস্পর্শী কি করুণ স্বর !
উদ্বেলি' অধিকতর ওঠে,
হিয়া মম, অশান্ত বিধুর।

আয় মৃত্যু, আয় !
আজ শুধু তোরি কথা, তোরি কথা
মনে ভায়,
আজ প্রাণ শুধু তোরে চায়।
আয় মৃত্যু, আয় !

(৪)

উপরেতে ঘন নীলাম্বর
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকর স্নাত,
অনন্ত, অগণ্য তারকায়
খচিত,—মধুর আজি রাত।

শ্যামল বিস্তীর্ণ বনদেশ
ফুলন্ত ফুটন্ত মনোরম ;
ছায়াস্নিগ্ধ শান্ত প্রবাহিনী ;
কিছু হেথা নাই অশোভন।
তুই ও মধুরতর বেশে
নেমে আয় স্বরগ হইতে।
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে
শোভা আরো, তোর চারিভিতে।

১৩০৫। কার্ত্তিক।





শ্রীশ্রীস্বামীজি ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

আহা! প্রাণারাম কিবা
আনন্দ-মূরতিখানি,
মহেশের জীবন্ত প্রতিমা!
গভীর ভকতি ভরে
উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে
হৃদয়ের সীমা হ'তে সীমা।

কি পুণ্যবাসিত বায়ু
খেলিছে চৌদিকে হেথা!
কি মাধুরী প্রকৃতির বুকে!
সংসার সহসা যেন
মিলাইয়া আসে চোখে,
স্বর্গরাজ্য হেরিয়া সম্মুখে!

এই তো এসেছি আমি
আমার সে কল্প-রাজ্যে,
জাগ্রত জীবন্ত অবস্থায়।
পুনঃ সে কলুষ-বিষে
জর্জ্জরিত সংসারেতে
ফিরে যেতে মন নাহি চায়।

হে দেব! করুণা তব
অসীম,—অসীম;—আমি
বর্ণনা কি করিব তাহার।
যার ভাগ্যে ঘটিয়াছে
বারেক দর্শন তব,
সেই জানে কি দয়া তোমার!

তোমার অসীম দয়া;
কিন্তু তুমি দেখ চেয়ে
আমারো কি অসীম বেদন।
শোন তুমি একবার
হৃদয়ের কর্ণে প্রভু,
আমার এ প্রাণের রোদন।

ঈশ্বরের প্রতিনিধি
তোমরাই এ জগতে,
তোমরাই ভরসা মোদের।
কোটি শান্তিহারা হিয়া
অহর্নিশি ঘোরে সদা
চতুর্দ্দিকে ওই শ্রীপদের।

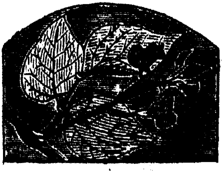
তোমরা দেখাবে আলো
আমরা চলিব তবে
তোমাদেরি নির্দ্দেশিত পথে।
একা যদি যেতে দাও,
স্বতই দুর্ব্বল হিয়া
পড়ে র'বে মোহের গরতে।

জানি' মোহ বিষময়,
জীবন জর্জ্জর বিষে,
'শান্তি কোথা', কাঁদে শুধু প্রাণ।
কাঁদে, তবু করে পান
সেই নিদারুণ বিষ,
—হায়, তারে কর পরিত্রাণ!

সংসার অসুখময় ;
তুমি কি জান না তাহা ?
তুমি তো করেছ ত্যাগ তায়।
কেমন করিয়া তবে
সেথা ফিরে যেতে পুনঃ
হায়, তুমি বলিছ আমায় ?

এই শান্তিময় স্বর্গে
পাব না একটু স্থান,
আমি কি গো করিবারে বাস ?
বহিতে হ'বে কি তবে
এ হৃদয়ে চির ক্ষত,
চির অশ্রু, চির দীর্ঘশ্বাস ?

১৩০৫।





যদি গো আদেশ কর।

(অনুবাদ)

" Bid that heart stay, and it will stay
To honour thy decree."

যদি গো আদেশ কর, আশায় তোমার
স্থির ক'রে রাখিতে এ হিয়া,
স্থির ইহা রবে ;
অথবা হইতে সুখী যদি চাহ আর
ভগ্ন, ক্ষীণ দশা নিরখিয়া,
—তাই ইহা হবে।
আমারে কাঁদায়ে তুমি সুখী যদি হও,
যতক্ষণ আছে এ নয়ন
কাঁদিতে থাকিব ;

আঁখি যদি অন্ধ হয়, জেনো তথাপিও
হৃদয়েরে, করিতে ক্রন্দন
বাঁচা'য়ে রাখিব!
চাও যদি মোরে সখি, নিরাশ করিতে,
নিরাশ হৃদয়ে রব আমি
তরুতলবাসী ;
কেবল তোমারি তরে পারি গো মরিতে,
তুমি যদি হও মৃত্যুকামী ;
—বলি পরকাশি'।

অথবা বল গো যদি রহিতে বাঁচিয়া,
কি কথা বলিব বেশি আর,
তুমিই নয়ন মম প্রেম, প্রাণ, হিয়া,
—সবি তুমি যা' কিছু আমার!—

From an English song by William Black in Madcap Violet.

১৩০৫। অগ্রহায়ণ।



মধুর বসন্ত চেয়ে।

(অনুবাদ)

"Swifter far than summer's flight."

মধুর বসন্ত চেয়ে ত্বরিতগামিনী,
রমণী-যৌবন চেয়ে লঘু বাষ্প-ছাওয়া,
দীরঘ ইহার চেয়ে মিলন-যামিনী,
আগমন তব আর দূরে চলে যাওয়া।

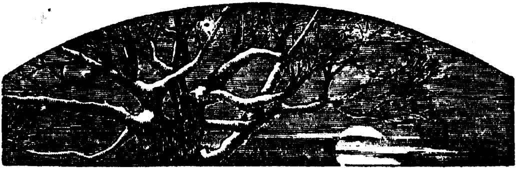
পত্রপুষ্পহীন-বক্ষঃ ধরণী যেমন,
অথবা রজনী যথা নিদ্রাহীন-আঁখি,
কিম্বা আশা-হর্ষ-হীন হিয়ার মতন,
তোমারে হারাযে আমি রয়েছি একাকী।

*   *   *   *

প্রতিদিন, প্রতিদিন, হৃদয় আমার,
সোৎসুকে অপেক্ষা করে দিবস অন্তের ;
প্রতিদিন বেড়ে ওঠে দুঃখের পাথার ;
—হেমন্ত বৃথায় মাগে, শোভা বসন্তের !

P. B. Shelley.   ১৩০৫। ১৫ অগ্রহায়ণ।





সমভাবে কভু নাহি যায় চিরদিন।

তোর হেন দশা কেন অয়ি পুষ্প-রাণি ?
অনাদৃত, বিদলিত, চরণের তলে !
আর আর কুসুমেরা করে কাণাকাণি,
চেয়ে দেখে, হাসে, আর কত কথা বলে।

কোথা তোর অতুলন রূপের গৌরব ?
কোথায় এখন তোর ফুটন্ত সে শোভা ?
কে পলা'ল চুরি করে তোর সে সৌরভ ?
ছিলি যে নিখিল-জন-চিত্ত-আঁখি-লোভা।

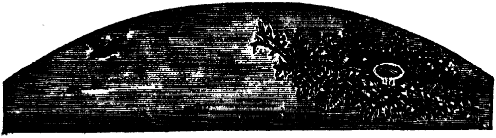
পূর্ণ গর্ব্বে ভরা যবে ছিলি ধরা-মাঝে,
আঁখি-কোণে অশ্রু যদি উথলিত কভু,
সে অশ্রুও ঝলসিত কি অপূর্ব্ব সাজে !
দেখি, দেখি, দেখি, সাধ না মিটিত তবু।

এখন্‌তো সদা অশ্রু-পূর্ণিত নয়ন,
দীর্ঘ শ্বাসে বুক বুঝি গেছে ভেঙে চুরে,
রচেছিস্‌ আপনার সমাধি-শয়ন
দীনভাবে আপনারি জন্ম-তরু-মূলে !

কেহ আর নাই কাছে আপনার জন,
বুকেতে আসিবে বল যার মুখ চেয়ে ;
সে প্রীতি-সম্ভাষ, স্নেহ, সোহাগ, যতন,
কালের কঠোর স্রোতে চলে গেছে বেয়ে।

ঘুমা তুই একা, একা, ওরে ভাগ্যহীন !
সমভাবে কভু নাহি যায় চিরদিন।

১৩০৫। অগ্রহায়ণ।



আসিবে সে ফিরে।

আসিবে সে ফিরে পুনঃ, আসিবে আবার ;
বলে গেছে আঁখি তার বলে গেছে মন ;
তা ন'লে ফুটিত অশ্রু হাসিতে তাহার ;
—এতই সহজে ছেঁড়া যায় কি বাঁধন ?

পাষাণ যদি সে হয় নিতান্তই সখা,
অবিরত নিদারুণ শতঘ্নী-আঘাতে
সে পাষাণে একটুও পড়েনি কি রেখা ?
—অথবা সে বারিবিন্দু কমলের পাতে ?

তার ধর্ম্ম সে রাখিবে আমার কি তায় ?
আমি শুধু বেঁচে আছি আশ্বাসে আশার ;
এ আশাও অবশেষে যদি ভেঙে যায় ;—
—সে কথা, সে কথা আজ বোলোনাক আর !

ওই যে পতঙ্গ ক্ষুদ্র মুগ্ধ-রূপশিখা—
আসন্ন মৃত্যুর কথা জানা'য়ো না ওরে ;
নির্ব্বিঘ্নে সফল হোক্ অদৃষ্টের লিখা ;
র'তে দাও, যতক্ষণ আছে মোহঘোরে।

মোহ টুটে গেলে পরে যে তীব্র চেতনা,
পলে, পলে, দণ্ডে, দণ্ডে, দহিবে জীবন,
হায় বন্ধু, তার চেয়ে অসহ্য যাতনা
কল্পনাও করিবারে নারে কোন জন !

১৩০৫। অগ্রহায়ণ।



দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ৺ লছমীশ্বর সিংহ
বাহাদুর জি, সি, এস, আই'র
মৃত্যু উপলক্ষ্যে।

(১)

পড়িল ভাঙিয়া এক ওই মহা মহীরুহ!
সর্ব্বলোক-প্রিয়কারী ছিল সম কামদুহ!
শুভ্র যশঃপুষ্পরাশি রেখেছিল আলো করি;
উঠিত উথলি' যার সুগন্ধ দিগন্ত ভরি।

পৌরুষ, দাক্ষিণ্য, দয়া, রসপূর্ণ ফলগুচ্ছ
রেখেছিল করি তারে উচ্চ হ'তে আরো উচ্চ।
সতত উন্মুক্ত কর শত দিকে প্রসারিত ;
চির-স্নিগ্ধ চির-রম্য ছায়াখানি অবারিত।
শতলক্ষজনাশ্রয় ভাঙিয়া পড়িল আজ !
অকরুণ দেবতার অকালে উদ্যত বাজ !

(২)

এ অত্যাচারের মোরা এস প্রতিশোধ লই ;
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোরা হব সবে মৃত্যুঞ্জয়ী।
মৃত্যু ? কার মৃত্যু হয় ? দেহেরি কি এত মান ?
গুণরাশি চিরোজ্জ্বল চির রহে বর্ত্তমান।
রোপিব তাহারি বীজ লয়ে মোরা শত স্থলে,
রক্তবীজ-বংশ-সম বাড়িবে তা' দলে দলে !
নিমেষে একের স্থানে হইবে সহস্র জন ;
—মৃত্যু কত অগ্রসর হইবে করিতে রণ ?

(৩)

লইতে এ ব্রত যদি মোরা সবে নাহি পারি,
কেন তবে বৃথা হায়, বর্ষণ এ অশ্রুবারি ?
শোকের উপরে শোক, আঘাত, আঘাত 'পরি,
সহুক নীরবে তবে, জননী জনম ভরি'।
এক্‌টী এক্‌টী করে হৃদয়ের অস্থি তার
পড়িছে পড়ুক খসে, কিবা তায় ক্ষতি কার ?
কতকাল জীর্ণ গৃহ প্রকোপেতে ঝটিকার
রহে বাঁচি, সংস্কার কভু না হইলে তার ?

১৩০৫। পৌষ।



স্বদেশের প্রতি।

(কোনও প্রবাসীর উক্তি)

সুদূর এ পরবাসে
মনেতে কেবলি আসে
তোমার মধুর মুখ, স্বদেশ আমার!
যখন যেখানে থাকি
তোমারে মা বলে ডাকি'
উচ্ছ্বসিত হয় বুক আনন্দে অপার।—

"সুদূর!" সুদূর একি ?
তোমারে যে সদা দেখি
অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছ জাগিয়া ;
ব্যবধান থাকে যদি
বন, সিন্ধু, গিরি, নদী,
প্রেম-সেতু সে দূরত্ব দেয় ঘুচাইয়া।

তোর মত মা আমার !
এত রূপ কার আর ?
এত গুণ এক সঙ্গে কে পেয়েছে কবে ?
তোমারে কে করে তুচ্ছ ?
তুমি জগতের পূজ্য ;
অকৃতী, তবু যে মোরা পূর্ণিত গৌরবে,

সে শুধু মা! তোরি তরে।
শত দোষ ক্ষমা ক'রে
তুমি যে দিয়েছ ঠাঁই অঙ্কে আপনার,—
আমাদের ভাবি হেয়
ফিরাবে যে মুখ কেহ,
জগতে এমন স্পর্দ্ধা আছে বল কার ?

ধরণী তোমারি পোষ্য,
তোরি বুক-ভরা শস্য
আহার যোগায় নিত্য সর্ব্বত্র তাহার ;
স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, মণি
পরিপূর্ণ তোরি খনি,
তারি দীপ্তি-গর্ব্বে অন্ধ বিদেশ-ভাণ্ডার।

তোরি দত্ত জ্ঞান-সুধা
মিটায়ে প্রাণের ক্ষুধা
পান করে মুমুক্ষু মানব-পরিবার ;
—তুমি সদা দিতে থাক,
খালি যেন হয়নাক
তোর হস্ত, অন্নপূর্ণা জননী আমার!

* * * *

এমন দেবীর গর্ভে
জনমি' আমরা সর্ব্বে
র'ব কি, র'ব কি চির-পৌরুষ-বিহীন ?

শুধু কি তোমারি নামে
যশ কিনি' ধরাধামে,
দুর্লভ এ জনমের ফুরাইবে দিন ?

তোর যে এমন মান
যদি বিধাতার দান,
—তোরি গর্ভে জন্মেছিল সে সব বিধাতা !
সে কাহিনী অতীতের
কেনা জানে জগতের ?
তুমি ধন্য ছিলে, হয়ে তাহাদের মাতা।

তাদের হাতের গড়া
সুখ-ভরা শান্তি-ভরা
এ গৃহ মোদের, মোরা ধন্য তাই সবে ;
মোদের জননী বলি'
নব গর্ব্বে সমুজ্জ্বলি'
নিজেরে আবার তুমি ধন্য কবে ক'বে ?

১৩০৫।



নূতন গভর্ণর জেনারল লর্ড কার্জ্জনের শুভাগমন উপলক্ষ্যে।

শোকাতুরা জননীর শূন্য ক্রোড়ে যথা
অভ্যর্থিত শতগুণ আদরে কুমার,
আজি বক্ষে ভারতের দুঃখ-বজ্রাহতা,
তেমনি উচ্ছ্বাস শুভাগমনে তোমার।

স্বরগের দূত সম লাগিতেছে মনে ;
হৃদয় ভরিয়া তব এনেছ বহিয়া
কি নব সুসমাচার? আশার কিরণে
উঠিছে ভারত-মুখ রঞ্জিত হইয়া!

তাহার শ্মশান-বক্ষঃ উঠিছে শিহরি',
চরণ-পরশ তব লভিয়া, হরষে।
পুনঃ শুষ্ক পুষ্প বুঝি উঠিছে মঞ্জরি' ?
তোমার সরল কান্তি-অমৃত-বরষে

সর্ব্বাঙ্গে তাহার ; যথা মেঘমুক্ত দিবা'
মধুর মধুর রশ্মি বরষে তপন।
উজ্জ্বল করিয়া তারে রাখুক ও বিভা ;
কিন্তু যেন নাহি করে দগ্ধ কদাচন !

বিংশ কোটি হৃদি দিয়া গড়া সিংহাসন,
তোমার ভবিষ্য তরে আছে অপেক্ষায় !
সে আসন চেয়ে শ্রেষ্ঠ গৌরবের ধন,
মানবের আকাঙ্ক্ষিত কি আছে ধরায় ?

১৩০৫। পৌষ।



কত আয়োজন।

(সঙ্গীত।)

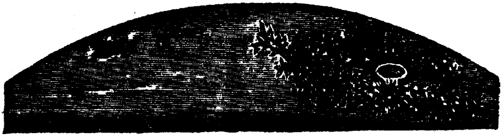
আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী প্রমোদিনীর শুভ পরিণয়োপলক্ষ্যে রচিত।

কত আয়োজন একটী হৃদয়ে
তব আগমন লাগিয়া।
কত আশা সাধ তরুণ সে মনে
ধীরে ধীরে ওঠে জাগিয়া।—
এস তুমি তার শূন্য মন্দিরে
দেবতার বেশ ধরিয়া।
রুদ্ধ ছিল যে প্রীতির উৎস,
—উঠিবে বক্ষে ভরিয়া।

একের সহিত একের মিলন,
এক হবে দোঁহে মিলিয়া।
জগতের এই অনাদি নিয়ম
চিরদিন আসে চলিয়া।—
সংসার-দ্বার মুক্ত আজিকে,
ছুটী আগন্তুক তরে।
কর আজি শুভ পদার্পণ দোঁহে
এ উহার কর ধরে'।—
হউক সংসার আনন্দ-নিলয়,
তোমাদের দুজনার।
ফেরে যেন সদা সাথে সাথে সাথে,
—আশীর্ব্বাদ দেবতার।

১৩০৫। মাঘ।





কামনা।

এই আঁখি-জল,
এর স্রোত রুধিও না,
বহিয়া যাইতে এরে
দাও অবিরল!

এই দীর্ঘ শ্বাস,
হৃদয় বিদীর্ণ করা
নিদারুণ যাতনার
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
ইহারে কোরোনা প্রভু! হ্রাস!

এই হাহাকার,
উচ্চ হ'তে উচ্চ রবে
ধ্বনিত করুক চির
ভুবন আমার!
—কামনা, নাহিক কিছু আর!

১৩০৫। ভাদ্র।





বিরহে।

সে যে গেল।

(গীত)

(১)

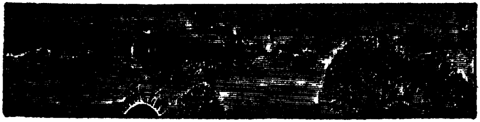
সে যে গেল আজো ফিরে এলো না
ফিরে এলো না সজনি !
নয়নের জলে ভাসাই বক্ষঃ
শুধু ভাসাই বক্ষঃ দিবা রজনী।
সেই সব তার, সেই সব তার,
সবি আছে পড়ে যাহা যেথাকার,
শোভাহীন যেন, প্রাণহীন যেন
মনে হয় ;

হেরি, হেরি, আঁখি জলে ভ'রে আসে
খালি হয়ে যায় বুক দীর্ঘশ্বাসে
আকুল তিয়াসা উথলিয়া উঠে
—ভরি' হৃদয়।

(প্রিয়!) কবে তুমি ফিরে আসিবে ?
প্রাণের আমার সকল তিমির নাশিবে !
হায়, কাছে ডাকি আজ,—যবে ছিলে কাছে
দ্বিধা, অভিমানে দিবস গিয়াছে,
নিদয় বিরহ ! তোরি অহরহ
জয়-গাথা লোকে ঘুষিবে।

১৩০৫।





অবিশ্বাসে।

আর কেন।

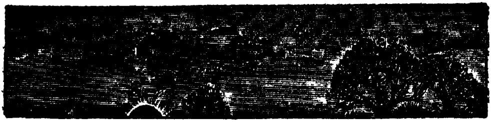
(গীত)

(২)

আর কেন,—আর কেন ?
শুধু, পাষাণে গঠিত নহে এ হৃদয় জেনো।
মনে কি করেছ খালি
সাজানো ফুলের ডালি,
বিলাস-বাসরে তব খেলানা !
বুকে রাখা, পায়ে দলা,
কিছুই না যায় বলা,
কোথা তব সরলতা,—কোথা তব ছলনা।

এই শুধু দয়া কর,
পথ হ'তে সর,—সর,
আর সে শমিত শিখা জ্বেলো না।
কে জানে মোহের ভুলে
লই যদি মুখে তুলে,
হলাহলে ভরা ওই পেয়ালা !
কুমুদ, কহ্লার ফেলে
যদি হায়! অবহেলে
আদরে গলায় পরি শেয়ালা !

১৩০৫।



সরমময়ী।

একিরে সরম।

(গীত)

(৩)

একিরে সরম তার হায়!
ফাটে বুক, তবু মুখ ফুটিতে না চায়!
যে কথা বলার তরে
হৃদয় কাঁদিয়া মরে,
সে কথা কহিতে এসে লাজে ফিরে যায়।

আঁখির আড়াল হ'লে
ভাসে বুক অশ্রুজলে,
—সমুখে দাঁড়ালে গিয়ে আনন ফিরায় !
আধ জেগে ওঠে শুধু
ঘুমন্ত হাসিটী মধু,
—সে হাসি ক্ষণদা সম ক্ষণিকে মিলায় !

১৩০৫ ।





সংসার-আতপ-তাপে।

(গীত)

সংসার-আতপ-তাপে তাপিত এ তনু প্রাণ ;
ডাকি তাই সকাতরে কোথা তুমি ভগবান ?
এ অনাথ নিরাশ্রয়ে
গৃহে তব চল ল'য়ে,
জুড়াও হৃদয় শ্রান্ত, শান্তি-সুধা কর দান।
বহিতে পারি না আর
ভরা দুঃখ হাহাকার
অভিশপ্ত এ জীবন ;—মাগি এর অবসান।
চির অন্ধকার কালো
তাও ভালো,—তাও ভালো ;
—বিঁধিছে নয়নে আলো সম সুতীখণ বাণ।

১৩০৫।



তুমি দেবি ! বসন্ত আমার !

তুমি দেবি ! বসন্ত আমার !
যখন করিয়া দয়া মনেতে কর এ দাসে,
কর যবে পদার্পণ ভাঙা এ হৃদয়াবাসে,
যত শুষ্ক ঝরা ফুল চারি দিকে ফুটে ওঠে,
পরিপূর্ণতম হয়ে ক্ষীণ নির্ঝরিণী ছোটে,
—অভাব থাকে না কোথা আর !

যাহা গাই তাই যেন অনন্ত ভাবেতে ভরা,
অবাক্ হইয়া শোনে সমস্ত নিখিল ধরা,
যশের ভাণ্ডার খুলে, রত্ন দেয় হাতে তুলে,
—তোমারেও ভুলে যাই হায় !

অবহেলা অনাদরে তুমি চলে যাও শেষে,
হৃদয়-কুটীর খানি করি ঘোর অন্ধকার!
মোহ ভেঙে গেলে পরে চাহি যবে তবোদ্দেশে,
—না পেয়ে সন্ধান, শুধু সার হয় হাহাকার!
—ডাকি শুধু কোথায়,—কোথায়?

যে ফুল ফুটিয়াছিল ঝরে পুনঃ পড়ে যায়,
সে উৎসের রসধারা শুকাইয়া মরে যায়!
ভুলে যাই, কি গাহিব—মনেতে আসে না আর,
কি গাহিব, ভুলে যাই ছন্দ, স্বর, অর্থ তার!
কোলের উপরে লীনা, আর বাজাইনা বীণা,
কাঁদিয়া উঠিতে চাই, রোদন আসে না তাও।
আমার জীবনীশক্তি আমার সকল কিছু,
সবি যেন চলে যায় তোমারি, তোমারি পিছু;
—আমার দেবতা অয়ি! তুমি যবে চলে যাও!

"কোথা গো কোথায় তুমি জীবন-আনন্দ মম!"
ডাকে হিয়া অবিরাম প্রাণ ফাটা হাহাস্বরে।

অবশেষে ভরি ওঠে করুণায় তব মন
ফিরে আস তুমি রাণী, তোমার এ শূন্য ঘরে,
নব হর্ষ নব আলো লয়ে।
—তুচ্ছ যশ, মান, ধন, মরুভূমি এ জীবন
তুমি যবে না থাক হৃদয়ে।

১৯ ফাল্গুন। ১৩০৫।





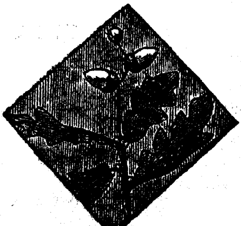
অমৃত-ভিখারী আমি।

(তুইটী শিশুকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত।)

অমৃত-ভিখারী আমি অতৃপ্ত হৃদয়ে,
খুঁজে ফিরি কোথা সুধা চির তৃষা লয়ে।
পেয়েছি সন্ধান আর মরিব না ঘুরি,
তোরা সে সুধার ভাণ্ড করেছিস্ চুরি!
হৃদয়-গোপন-কক্ষে লুকায়ে রাখিয়া,
পিয়িয়া আছিস্ আত্ম-বিহ্বল হইয়া!
ঈষদ্ভিন্ন অধর-অর্গল হ'তে তার,
উচ্ছ্বসি উঠিছে বিভা ফুল্ল রাঙিমার!
হাসিটী তাহারি স্পর্শে হ'য়ে মধুময়,
নিমেষে কাড়িয়া লয় সমস্ত হৃদয়।

চুম্বনে সে কান্তিটুকু করিবারে পান,
ব্যাকুল অধীর হ'য়ে ওঠে বড় প্রাণ।
যতই চুম্বন করি বাড়ে আরো তৃষা,
কি যে উন্মাদনা-স্রোতে চলে যায় দিশা!
বক্ষের উপরে রাখি দৃঢ় আলিঙ্গনে,
শ্রান্ত করে দিই শুধু চুম্বনে চুম্বনে!

২০শে ফাল্গুন। ১৩০৫ সাল





শিশুর হাসি।

কি যে সুধা-স্বপ্ন-ময়
আনন্দ-মূরতিখানি
তোরা সবে এ মর ধরায়!
না জানি কি স্পর্শমণি
আছে রে তোদের কাছে
—অশ্রু, সেও হাসি হ'য়ে যায়!
নিমেষে সকল তাপ
অতি লঘু বাষ্প সম
চলে যায় হৃদয় তেয়াগি,—
রাঙা ও অধর-লোভে
ও হাসি স্বর্গের বালা
ঘুম হ'তে ওঠে যবে জাগি!

সমস্ত নিখিল ধরা
নিজেরো অস্তিত্ব সবি
মন হ'তে মিলাইয়া যায় ;
ওই হাসি, ওই হাসি,
ওই সুধামাখা হাসি,
(দিবে কি সে ধরা বর্ণনায় ?)
ওই হাসি হেরি যবে,
ওই অকলঙ্ক হাসি,
—ও হাসির তুলনা কোথায় ?
আমি ভাবি শুধু এই—
আছে কি পাষাণ হেন
ও হাসিতে ভুলে না যে হায় !

১৩০৫ সাল।

যদি পারিতাম।

(কোন জার্ম্মাণ সঙ্গীতের ইংলিস্ অনুবাদের প্রায়ানুবাদ।)

"Were I a brooklet clear, I 'd flow to thee my dear

(১)

যদি পারিতাম সখি!
নির্ঝর হইতে আমি
কাছে তব যেতাম বহিয়া।
(হে প্রিয় আমার!)
যদি কভু ঊর্ম্মি মম
পরশিত ও অধর,
—উচ্ছ্বসি' উঠিত হর্ষে হিয়া।
(হে প্রিয় আমার!)

সযতনে অতি ধীরে
দিতাম নিষিক্ত করি
ও অধরদ্বয়।
লাগিত চুম্বন সম
মধু মধু—অতি মধুময়!
(হে প্রিয় আমার!)

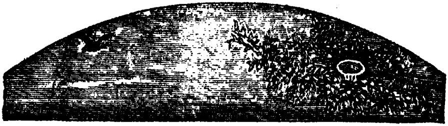
(২)

সুন্দর গোলাপ তরু
যদি গো হ'তাম আমি,
কেবল তোমারি চারি পাশে
ভরিতাম সুবাসে, সুবাসে!
(হে প্রিয় আমার!)
তুমি যদি তুলিবারে
আসিতে কুসুম মম,
বিঁধিত না কণ্টক আমার
ওই কর-কমলে তোমার;
(হে প্রিয় আমার!)

(৩)

যদি হইতাম আমি
অথবা বিহগ সখি!
তুষিতাম মধু সমাচারে—
প্রতি প্রাতে, সজনি! তোমারে।
(হে প্রিয় আমার!)
গাহিতাম, তুমি যবে
বলিতে গাহিতে সখি!
দেহে কর বুলায়ে আদরে,
মধুর, মধুরতর স্বরে।
(হে প্রিয় আমার!)
অমিয় কাকলী মম
মাখাইয়া প্রেমরসে
ঢালিতাম শ্রবণে তোমার!—
(হে প্রিয় আমার!)

১৩০৫। ফাল্গুন।



কাল আমি যাইব চলিয়া ।

(কোন জার্ম্মাণ সঙ্গীতের ইংলিস অনুবাদ অবলম্বনে ।)

" I to-morrow, love, must go.
Farewell, I must leave thee."

(১)

কাল আমি যাইব চলিয়া ।
সখি, কাল যাইব চলিয়া !
বিদায়, বিদায় তবে—
নিতান্তই যেতে হবে
একা হেথা তোমায় ফেলিয়া ।
এইরূপে এ বিচ্ছেদ
হায়, কি দারুণ খেদ !
সখি, শোকে অভিভূত হিয়া ।
অয়ি মম হৃদয়ের প্রিয়া !

ভালবাসি কত খানি,
কি করিয়া পরিমাণি ?
আদি অন্ত নাহিক তাহার।
কেমন করিয়া হায়,
তবে তারে ছেড়ে যাই,
সরবস্ব ধন যে আমার ?

(২)

জীবনের সখা দুইজন
যবে মোরা করি নিরীক্ষণ,
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা,
একই সুরে গলা সাধা,
দুজনে দুজনে নিমগন ;
পারে ওই রবি শশী
ভূমিতে পড়িতে খসি
খসে না সে হৃদয়-বন্ধন !

(৩)

প্রবাসে অজানা ঠাঁই
যবে একজন যায়
রাখি' প্রাণ সখারে একাকী,

বিপুল শোকের ভারে
হিয়া চায় ভাঙিবারে
বেদনা অশ্রুতে পূর্ণ আঁখি !

(৪)

তবে সখি, বিদায়, বিদায় !
যাই তবে, যাই তবে
নিতান্তই যেতে হ'বে—
নিজে কাঁদি', তোমারে কাঁদাই' !

(৫)

বহিবে তোমার চারি পাশ
যবে মৃদু মধুর বাতাস,
কপোল চুম্বন করি,
আদরে হাতটী ধরি,
অলকেতে দিয়া মৃদু দোল,
যবে তোমা' করিবে বিভোল,
আমারি নিশ্বাসরাশি,
আসে তব কাছে ভাসি',
সখি, মনে করিও তখন ।—

সূক্ষ্ম অশরীরী রূপে
তারি সাথে চুপে চুপে
ভেবো আমি করেছি গমন!

* * *

আমার প্রাণের প্রীতি
অলক্ষ্যে পাঠাব নিতি
উদ্দেশে এ প্রিয় নিকেতন!

(৬)

যত কথা মনে হয়
প্রকাশিতে সমুদয়
ক্ষীণ ভাষা পারে নাকো হায়!
তবে সখি, বিদায়, বিদায়!

১৩০৫। ফাল্গুন।





আদর্শ দর্শনে।

(১)

বল গো সুধাই, ওগো সুধাই তোমায়,
আমি কি আশার গান গাহিব আবার ?
হয়েছে কি চিত্ত তবে আর্দ্র করুণায়,
আজি চিরদিন পরে এবে দেবতার ?

(২)

তুমি কি আদেশে তাঁরি আসিলে আজিকে
পবিত্র উদার স্বর্গ হইতে নামিয়া ?
আজি হৃদয়ের মম যেন চারিদিকে
স্বর্গের আভাস মধু উঠিছে জাগিয়া !
পূর্ণিমার আলো-স্পর্শে সিন্ধুর হৃদয়ে
যেমন সুষমারাশি হয় উদ্ভাসিত।

(৩)

কোথা শতলক্ষ পুষ্প বিজন নিলয়ে
অকস্মাৎ হইয়া উঠেছে বিকসিত ?
তাহারি সৌরভে যেন ভরিছে ভুবন ;
আমারে তুলিছে হায় করিয়া ব্যাকুল !
চির অতৃপ্তিরে যেন করিয়া নূতন
আমারে কে যেন আজি করিছে বিভুল !

(৪)

যে পরশমণি তরে খুঁজিয়াছি হায়,
আজীবন,—আজীবন অশ্রান্ত সন্ধানে,
কতবার মরুমাঝে মৃগতৃষ্ণিকায়
মোহিত হয়েছি তার সংখ্যা কেবা জানে !

(৫)

অঙ্কিত এ বক্ষোমাঝে স্তরে, স্তরে, স্তরে,
নিরমম নিরাশার শত পদক্ষেপ ;
সমস্ত হৃদয়দেশ সমাচ্ছন্ন ক'রে—
ক্ষতের উপরে শুধু ক্ষতের প্রলেপ !

(৬)

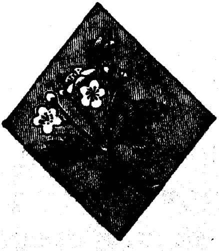
শতবার নিরাশায় দগ্ধ এ হৃদয়
গাবে কি আশার গান আর একবার ?
বল তুমি একবার, ভুলে এতো নয়,
যে আদর্শ ধরিয়াছ নয়নে আমার ?

(৭)

*   *   *   *

তুচ্ছ এ ধূলির পৃথ্বী,—মনে আশা হয়
ওই আদর্শের বলে স্বর্গ হ'বে জয়।—

১৩০৫ সাল।





শুধু, রচিয়া মধুর কাহিনী।

(সঙ্গীত।)

শুধু, রচিয়া মধুর কাহিনী
কি হবে শুনালে? নিমেষের সুখ,
সে তো নিমেষের বাহিনী।
আগেও যেমন, আছিল জগৎ,
তেমনি তো চির থেকে যায়;
শুধু, বরষের পরে বরষের রাশি
স্রোতের মতন বেগে ধায়।
মানব আমরা তারি মাঝে পড়ি'
দিবানিশি মরি ঘুরিয়া।
ক'জন আপন প্রাণপণ বলে
কূলে আসি বল ফিরিয়া?

শুধু,　ভেসে যাব যদি তৃণেরি মতন
　　কেন তবে পিছে চাহি ?
শুধু,　দুরাশাই যদি ভাবিয়াছি মনে
কেন,　তবে তার গান গাহি ?

১৩০৫ সাল।





হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

রাখি বক্ষে মর্ম্মদংশী নির্ম্মম কীটেরে
হাসিস্ কেমনে ওলো নির্লজ্জ কুসুম ?
বাজে ব্যথা মনে, চখে জল আসে, হেরে।
তুইও,—তুইও হাঁরে ছলনা-নিপুণ ?

অথবা মোদেরি মত জগতের ভয়ে
তোরেও করিতে হয় আপনা গোপন ?
অশ্রুর নির্ঝর যদি উথলে হৃদয়ে,
বাহিরে করিস্ তাহে হাসির সৃজন !

বুঝেছি ও হাসি তোর—বুঝিয়াছি তবে।
কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য এ ভীষণ !
নির্ম্মম সংসার শত নিষ্পীড়নে যবে
প্রতি রক্তবিন্দু টুকু করে বিদোহন,
তখনো আমরা তারি সন্তোষের লাগি
আপনা বিস্মৃত হয়ে সদা ত্রস্ত থাকি।—

১৩০৫ সাল।



৺কাশীধামে ভাস্করানন্দ স্বামীর তিরোধান।

(১)

তুমি আর নাই এ ধরায়!
একি শুনিলাম কথা!
চলে গেলে হে দেবতা,
হায় কেন এতেক ত্বরায়!
—না পেনু দেখিতে আর,
সেই মূর্ত্তি প্রেমাধার
মন-সাধ রয়ে গেল মনে।—
বসি' সে চরণতলে
হোলো না কি কর্ম্মফলে
শিক্ষালাভ হায় এ জনমে!



৺ স্বামিজী ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

(২)

শোকে আঁখি উচ্ছ্বসিত নীরে !
হায় প্রভু, হায় প্রভু,
আর না দেখিব কভু,
আর না আসিবে তুমি ফিরে !
—জগতের গুরু হ'য়ে
তুমি এসেছিলে ল'য়ে
জ্ঞান ও আনন্দ, বিতরিতে।—
—গেলে তুমি দেখাইয়া
সারা বিশ্ব কি করিয়া
পারা যায় আপন করিতে।

(৩)

মনে পড়ে সে পুণ্য আশ্রম !
তোমার মহিমা-গাথা
প্রতি তরু, লতা, পাতা,
প্রতি ফুল, প্রতি বিহঙ্গম,
প্রতি ধূলিকণা সনে,
গগনে ও সমীরণে
আছিল জড়িত, বিকসিত,

মরতে কৈলাসভূমি ;
তারি মাঝখানে তুমি
ছিলে শিব ! সদানন্দ চিত্ত !

(৪)

নির্ব্বিকার সর্ব্বত্যাগী জন।
তবু কি মোহিনী-বলে
ওই চরণের তলে
এক হ'ত নিখিল ভুবন !—
রত্নময় শির শত
সম্ভ্রমে লুণ্ঠিত হ'ত
ও উলঙ্গ তনুর সমীপে,
একটী সুমিষ্ট কথা
আনি' দিত কৃতার্থতা।
—ধরা হেন পুনঃ কি দেখিবে ?

(৫)

হায় প্রভু, তুমি গেছ চলি !
শূন্য করি সে কৈলাস,
করি কাশী শোকাবাস,
সারা ধরণীর হৃদি দলি' !

কত আশা, কত সাধ
ভগ্ন আজি অকস্মাৎ,
—জুড়াবে কোথায় তাপী আর ?
উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে
হায় আর কোন্ দেশে
এমন উদার কোল কার ?—

* * *

(৬)

তুমি বারাণসী,
জগতে পবিত্রতর ধাম।
তোমার উন্মুক্ত বক্ষোদেশ
মহাত্মার সদা লীলাস্থান।
যুগ যুগ ধরি' তব গৌরবকাহিনী
ভুবনেতে প্রচারিত গীত।
আশা হয় তব বক্ষঃ নব রত্নে পুনঃ
দেখিব উজ্জ্বল সুশোভিত।
মহাত্মারা যান্ চলি লীলা-অবসানে
কিন্তু কিছু যান্ না কি রাখি' ?

তাঁহাদের পূত বাণী, পবিত্র নিশ্বাস,
পূত দৃষ্টি, রহে চির জাগি'।
অলক্ষ্যে গঠিত হয় সে সকল দিয়া
মানসী সন্তান তাঁহাদের;
অনন্ত শোকেও এই অনন্ত সান্ত্বনা,—
চিরদিন আছে জগতের।

৩০শে আষাঢ়। ১৩০৬ সাল।





অনেক দিন পরে।

শ্রান্ত বড় এ হৃদয়।
আজি কত দিন পরে
এসেছে তোমার গেহে পুরাণ অতিথি
হাসিভরা মুখ লয়ে,
প্রীতিভরা বুক লয়ে,
লও তারে কাছে ডেকে হে জননি, হে প্রকৃতি!

তুচ্ছ কর্ম্ম-কোলাহলে
ব্যস্ত রাখি' আপনারে,
সে হায়! ভুলিয়াছিল তোমা!
তুমি ততক্ষণ বসি'
একান্তে আপন মনে
নবতর শত শোভা রাশি—

তারি তরে, তারি তরে
ছিলে ব্যস্ত দিবানিশি
তুলিতে বিকাশি’।
তোমার উদার প্রাণে
রেখেছ সঞ্চিত করি
চাহিবার আগে হ’তে ক্ষমা।
সে যখন ভুলেছিল তোমা’।

আজি কত দিন পরে,
(কে জানে সে কত দিন,
যুগ কি যুগান্ত গেল বয়ে)
তোমার কোলের কাছে
বসিয়া, অতীত স্মৃতি
উঠিতেছে জাগরিত হয়ে।

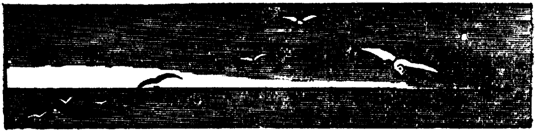
তুমি আছ তেমনই
শোভাময়ী, স্নেহময়ী,
আমিই সে আমি আর নাই।

নহে, ভালবাসি ব'লে,
আজি এসেছিনু কাছে
শ্রান্ত মনে শান্তি যদি পাই।

তুমি বাঁধ, বাঁধ মোরে
সেই তব প্রেমডোরে,
আবার নূতন ক'রে আজ।
আমারে রাখ গো ধ'রে;
—বাহিরে থাকুক প'ড়ে
বাহিরের শত তুচ্ছ কাজ!

১৩০৬। আষাঢ়।





মোহ।

" One Struggle more ; and I am free."

কত মাস বর্ষ ধরি অতি সযতনে
নিজ হৃদয়ের রক্ত করাইয়া পান
বক্ষোপরি রেখেছিল যারে, ভাবি মনে
নিখিলের শ্রেষ্ঠ রত্ন, হয় অবসান
অবশেষে এক দিন সে ভুল রজনী,
চলি যায় দলি বক্ষঃ ক্রূর পদাঘাতে
বক্ষের সে ধন। জাগাইয়া সুপ্তিমগ্ন
রুদ্ধ অভিমান-সর্প ক্রুদ্ধ অবমানে।
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া নির্ম্মম আক্রোশে
লালায়িত হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা তরে।
বলে সে উদ্ভ্রান্ত স্বরে আপনারে স্মরি,
'তোমারো মানব আত্মা, হ'য়ো না বিস্মৃত

নিজ মূল্য তুমি কভু, হায় সহিয়ো না
তার অবমান।' কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়!
নিজে সে জড়িত বন্দী নিজ মায়াজালে।

অধীন যে চির, তার বৃথা অভিমান!
মোহের অধীন চেয়ে অধীন জগতে
কোথায় কে আছে আর? এত শক্তি আর
কোথায় কে ধরে? পারে লইতে কাড়িয়া
সর্ব্ব স্বাধীনতা হায়! এমন কে আর?

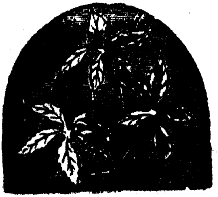
তীক্ষ্ণ শত অবমান ক্লিষ্ট বক্ষে বহি',
নিমেষে আত্মাভিমানে দিয়া জলাঞ্জলি,
ছোটে সে মোহের পিছে; যায় সে আবার
পলাতকে ফিরায়ে আনিতে গৃহে তার।

যত সে উত্তম করে, আঘাত নির্ম্মম
সহে সে ততই; পড়ে রক্ত ঝরি ঝরি
ছিন্ন বক্ষতন্ত্রী-মুখে; রহে যতক্ষণ
বিন্দু শক্তি, করে সে সমর প্রাণপণে।

হায় মোহ! কিন্তু সে ভুলায় আপনারে
'পালিতেছি এ আমার কর্ত্তব্য আপন।'
প্রতি পরাজয় অন্তে ভগ্ন আশা লয়ে
ভাবে সে 'করিব চেষ্টা আর একবার'।
ভাবে, তার পূর্ণ হবে কর্ত্তব্য তা হ'লে,
দায়িত্ব হইতে তার হবে সে স্বাধীন!

হায়! কিন্তু শেষ চেষ্টা করে সে কখন্?
ফিরে পায় কখন্ সে স্বাধীনতা তার?
—অবশিষ্ট রক্তকণা হয়ে আসে যবে
বক্ষোমাঝে অবিচল, তুষার-শীতল!
আসে ছেয়ে মরণের ঘন অন্ধকার
যবে হায়, নয়নের উপরে তাহার!

১৩০৬। শ্রাবণ। *July, 1899.*



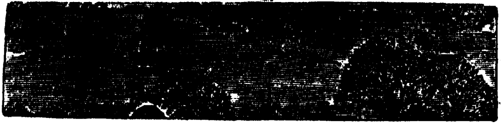


মায়ের সাধ।

হৃদয়ের রক্ত দিয়া সিক্ত প্রতি গান!
নহে শুধু প্রাণহীন নৈপুণ্য কেবল।
আমার মনের তোরা স্নেহের সন্তান।
তোদের কল্যাণ তরে সতত চঞ্চল
মোর মাতৃ-হিয়া। সর্ব্ব রস আকর্ষিত
জীবন হইতে মোর, পরিপুষ্ট তরে
তোদের জীবন। যথা স্বযত্নে বর্দ্ধিত
ধরিত্রীর বক্ষে শ্যাম শস্য স্তরে স্তরে,
তেমনি আমার তোরা; হোস্ সেই মত
সর্ব্বশুভকর; মোর সদা এই সাধ।—

আছে ত্রুটি, অপূর্ণতা, অশোভন যত,
পড়ুক সে সবে বিধাতার আশীর্ব্বাদ!
নিরাময় পূর্ণাঙ্গ লভিয়া তাঁর বরে
ভ্রমিস্ স্বজন সম প্রতি ঘরে ঘরে।

১৩০৫ সাল।



শেষ।

"Alas ! this is not what I thought life was."
Shelley.

গানগুলি রচনার শেষে আজ শুধু এই মনে হয়,
এরি সাথে জীবনো এ যদি পারিতাম সমাপ্ত করিতে।
কেন তাহা পারি না সাধিতে, প্রাণপণে যাচে যা হৃদয় ?
মরণ মধুর যার কাছে সে কেন গো কুণ্ঠিত মরিতে ?
মরণ মধুর তার কাছে, কিন্তু কেন নহে সে সরল,
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যার কাছে কেবল বহিছে হলাহল ?

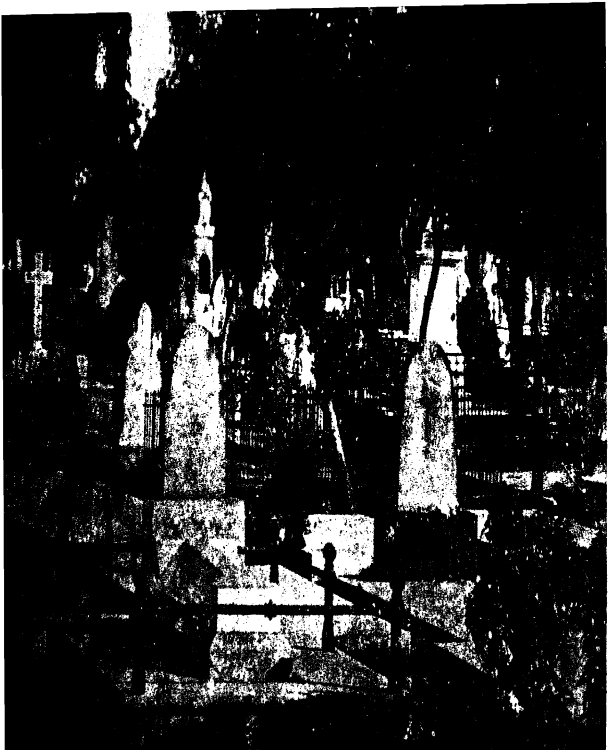
পরিচিত প্রত্যক্ষ জীবন, কাঁদে প্রাণ অজ্ঞাতের তরে।
বক্ষ যেন ক্লিষ্ট অতিশয়, আত্মা যেন 'বোঝা' তার কাছে।
বৃথায় সান্ত্বনা-বাণী ! কিছু সান্ত্বনার নাহি ধরা পরে।
তীক্ষ্ণ শ্লেষ সম উহা আরো অন্তরেতে নিদারুণ বাজে।
সমস্ত এ জীবনই যেন বা মনে হয় বিদ্রূপ দেবের ;
মনে হয় যত শান্তি, সুখ গচ্ছিত গৃহেতে মরণের।

মৃত দেহ সমাধির স্থান, সেও কিবা স্নিগ্ধ শান্তিময়!
যাই যবে ভ্রমিবারে সেথা, আহা কি অপূর্ব্ব মহাভাবে
পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে মম সমস্ত হৃদয়।
সেই খানে সান্ত্বনা-সঙ্গীত গীত চির নীরব আরাবে,
জীবন-সন্তপ্ত-জন শুধু পায় তাহা করিতে শ্রবণ।—
আহা সে কি প্রাণারাম স্থান! আহা সে কি সুখের ভবন!

চারিদিকে অগণ্য সমাধি, তরু, গুল্ম, পুষ্প আচ্ছাদিত,
তারি মাঝে অনন্ত শয়নে শায়িত অগণ্য নর দেহ।
হয় তো জীবনে যাহাদের ছিল চির বৈরিতা সাধিত,
পাশাপাশি রচিত তাদের হেথা শেষ বিশ্রামের গেহ!
দেহের বিশ্রামাগার যদি এত শান্ত, এত মনোরম,
না জানি আত্মার তরে তবে নির্দ্দেশিত সে রাজ্য কেমন!

১৩০৬। ভাদ্র। *August, 1899.*

সম্পূর্ণ।



"চারিদিকে অগণ্য সমাধি, তরু, গুল্ম, পুষ্প আচ্ছাদিত,
তারি মাঝে অনন্ত শয়ানে. শায়িত অগণ্য নরদেহ।"



অভ্যর্থনা। *

১৮৯৯ সালের কংগ্রেস সভাপতি,
মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, মহোদয়ের প্রতি।

(১)

তোমারে করিতে অভ্যর্থনা, হেথা আমি আসিয়াছি আজি,
ধর এ ভগ্নীর ক্ষুদ্র স্নেহডোরে গাঁথা, এই মালা গাছি।

(২)

যাঁহার স্বদেশগত প্রাণ, যোগ্য যে সন্তান জননীর,
শুনিতে সরম বাজে যাঁর, ধ্বনি, নিজ যশ দুন্দুভির,

---

* পুস্তক খানি মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর উপরি উক্ত কবিতাটী রচিত হওয়ায় "শেষ" কবিতারও শেষে উহাকে স্থান প্রদান করিতে হইল। কবিতাটী. কংগ্রেস অধিবেশনের সময় লক্ষ্ণৌয়ে প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রকৃত পৌরুষ রাশি ভরা, উচ্চ লক্ষ্যে দৃষ্টি অবিচল,
ওই লক্ষ তারকার মাঝে তুমি সেই চন্দ্র সমুজ্জ্বল।

(৩)

কত ক্লান্তি হীন দিবা গিয়াছে চলিয়া, নিদ্রাহীন রাতি,
হয়নি নিমেষ তরে ম্লান, বীর হৃদে উৎসাহের ভাতি !
করিবারে প্রতিষ্ঠিত পুনঃ, ভারতের পূর্ব্ব যশোরাশি,
সম্মানিত করিতে তাহারে, নিকটে সকল বিশ্ববাসী।

(৪)

মাতৃভক্ত সন্তানের কাণে, মাতৃনিন্দা অতি ক্ষুরধার,
সে মাতা যখন হায়, পুনঃ, সর্ব্বগুণ সৌন্দর্য্য আধার।
রহিয়াছি আমরা মায়ের, শত শত অকৃতী সন্তান,
আমাদের মনে নাহি বাজে, ঘৃণা, অবহেলা, অপমান।
সহস্র বর্ষের নাগপাশে, মোরা সবে হয়েছি পাষাণ !
জড়ত্ব এ ভেদিয়া সহজে, অঙ্কুরিত নাহি হয় প্রাণ !
কিন্তু যুগ বর্ষের উদ্যমে, যবে এক জনমে অঙ্কুর,
জড়েরো হৃদয় দেশে যেন, বেজে উঠে আনন্দের সুর।

(৫)

অসম্পন্ন সাধ যবে সহস্রজনের, সাধে একজন,
অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ভরে, পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মন।
লহ তুমি কৃতজ্ঞতা'সেই, তব নিজ স্বদেশ বাসীর।
পেয়েছ অত্যুচ্চ স্থান তুমি, কবি সিংহাসনে বিদেশীর।

(৬)

আনন্দ বিহ্বলময় হৃদে, বিভু পদে প্রার্থনা আমার,
দেন তোমা সুদীর্ঘ জীবন আশীর্ব্বাদ মণ্ডিত তাঁহার।

২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৯
১নং হ্যারিংটন্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

